বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

সমবায় অধিদপ্তর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

সমবায় অধিদপ্তর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।

সম্পাদনা পরিষদ

কাজী মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)(অ.দা.)
সমবায় অধিদপ্তর।

মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
উপনিবন্ধক (এমআইএস)
সমবায় অধিদপ্তর।

সমন্বয়কারী

মোঃ জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া
রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর

সংকলন

ফারজানা পারভীন
রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর

মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী
রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর

শ্যামা মজুমদার
রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশনায়
সমবায় অধিদপ্তর
এফ-১০, আগারগাঁও সিভিক সেক্টর, ঢাকা-১২০৭।
Website: www.coop.gov.bd
E-mail : coop_bangladesh@yahoo.com.

মুদ্রণে
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১ টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন :০২-৪৭১২২৫৩৯, ০১৮১৯২৬৩৪৮১

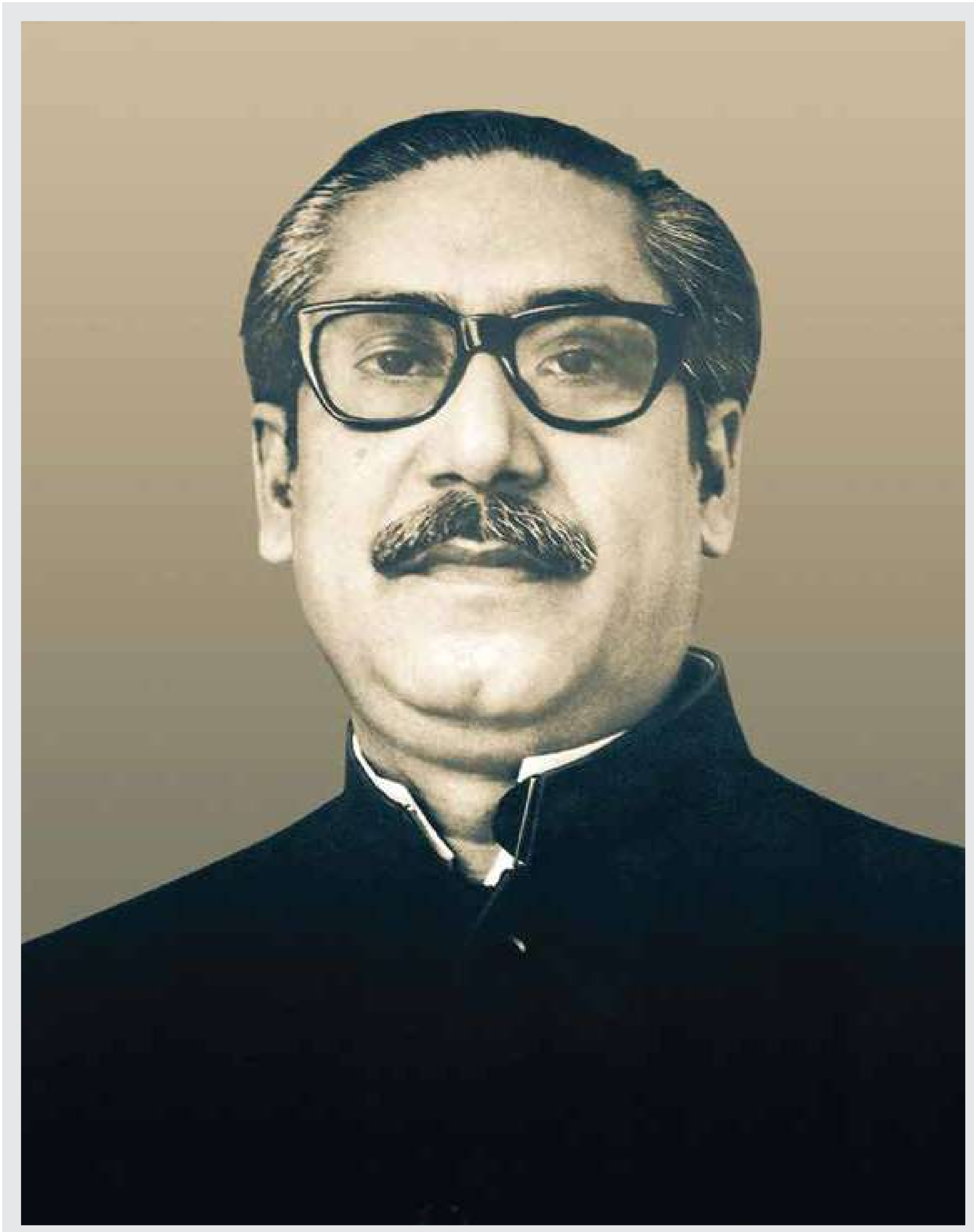

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“এটা পরীক্ষিত যে বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, বাংলাদেশে কোন দারিদ্র্য থাকবে না।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমবায় - সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম

‘ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র- ‘সমবায়, সমবায়!’
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়॥
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়॥
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি - রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়॥

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

১৯০৪ সাল থেকে এ উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সমবায় খাতকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগী হন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি সমবায়কে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সংবিধানে সন্নিবেশিত করেন।

সমবায়ের মাধ্যমে সম্পদের উৎপাদন, বিপনন ও সুষম বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' স্লোগানটি ধারণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতিসমূহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার সমবায় সংগঠন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি আইন ও বিবিধ আলোকে কাজ করে যাচ্ছে। এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনে সমবায় অধিদপ্তরের বিগত ১ বছরের কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হবে পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্যও দিকনির্দেশনা থাকবে আশা করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

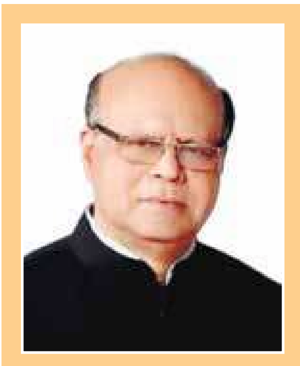

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সমবায় অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে এদেশে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ গড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সমবায়ের আর্দশে দেশের উৎপাদন, বন্টন, বিপণন ব্যবস্থা তৈরী করে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নরে স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণে আজ তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায় খাতকে অত্যন্ত গুরত্ব দিয়েছেন।

দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। সৃষ্টি হচ্ছে উন্নয়নের নতুন নতুন ইতিহাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের উন্নয়নে অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় সমবায় অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় পদ্ধতি কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে যা দেশের উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সারা দেশে প্রতিটি উপজেলায় 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা সমবায় সমিত' গঠনের কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তর হাতে নিয়েছে।

জাতির পিতার সমবায় ভাবনার আলোকে **'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'** শ্লোগানটি সকল স্তরে কাজে লাগিয়ে সামাজিক বৈষম্য দূর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সমবায় অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে সরকারের অন্যান্য দপ্তরসহ নীতি নির্ধারণী মহল সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। সমবায় আন্দোলন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গবেষকসহ অনেকের তথ্যের চাহিদা পূরণ করবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি)

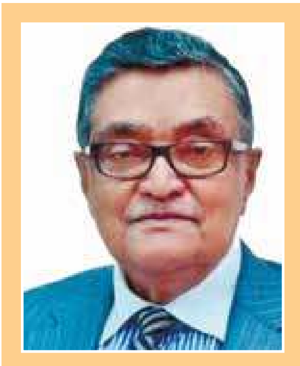

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়ন করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় সরকারের "ভিশন ২০২১" প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ উন্নয়ন নির্দেশনার আলোকে বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে সমবায় সমিতিসমূহ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রেখেছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদনটিতে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ও পরিশোধিত ঋণ, লভ্যাংশ বিতরণ এবং সমবায় প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি সরকারি নীতি নির্ধারক, গবেষক, সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থীসহ সকল মহলের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করি। যাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে-তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

19/09/2022

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তথ্যাদি নিয়ে প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তার ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একীভুত করে পুঁজি গঠনে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতবাচক পরিবর্তনে সমবায়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। সমবায় অধিদপ্তর সমবায় ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। দেশের কৃষি পণ্য উৎপাদনসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে সমবায়ের অবদান উল্লেখযোগ্য। অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় ভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের ভিশন ২০৪১ এবং জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, গ্রামে শহরের সুবিধা সৃষ্টিতে এ সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ঋণের তথ্যসহ সমবায় অধিদপ্তর এবং অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মকান্ডের চিত্র প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রকাশনাটি সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি)

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

মুখবন্ধ

দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে সমবায়ের ভূমিকা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে সমবায় খাত শত বছরের অধিককাল ধরে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সমবায় আন্দোলনের বিকল্প নেই। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পবিত্র সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করছে।

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজারটি সমবায় সংগঠন রয়েছে যাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২১ লক্ষ জন। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য প্রায় ৯১ লক্ষ ৫৭ হাজার ও নারী সদস্য প্রায় ২১ লক্ষ জন। এই সমবায় সমিতিগুরোর সঞ্চয় আমানত ১৪ হাজার কোটি টাকা, শেয়ার মূলধন প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা, কার্যকরি মূলধন প্রায় ২২ হাজার ৭ শত কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ৯ হাজার ৪ শত কোটি টাকা। এই বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে মোট কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১১ লক্ষ ৩ হাজার জনের।

অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। জাতি গঠনমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম এ দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বার্ষিকপ্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে দেশব্যাপি সংগঠিত সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ও পরিশোধিত ঋণ, লভ্যাংশ বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের বাস্তবায়নের চিত্রও এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে বিশদভাবে। এ সকল তথ্য উপজেলা ও জেলা সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে সমবায় সমিতিসমূহ থেকে সংগ্রহ করে চূড়ান্তভাবে সংকলিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক, সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষানুরাগীসহ সকল মহলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ড. তরুণ কান্তি শিকদার)

সূচিপত্র

		প্রারম্ভিকা	**২১**
		গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান	**২৭**
১ম অধ্যায়	**১.**	**সমবায় অধিদপ্তর**	--
	১.১	রূপকল্প	--
	১.২	অভিলক্ষ্য	
	১.৩	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	
	১.৪	কার্যাবলি	
	১.৫	সমবায় অধিদপ্তরের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব	
	১.৬	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	
	১.৭	সমবায় দিবস	
	১.৮	সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্য	
	১.৯	প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড	
	১.১০	সমবায় প্রশিক্ষণ	
	১.১১	প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম	
	১.১১	সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	
	১.১৩	সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	
২য় অধ্যায়	**২.**	**সমবায় খাতের অগ্রগতি**	--
	২.১	সমিতির সংখ্যা	
	২.২	সমিতির সদস্য সংখ্যা	
	২.৩	শেয়ার মূলধন	
	২.৪	সঞ্চয় আমানত	
	২.৫	সংরক্ষিত তহবিল	
	২.৬	কার্যকরি মূলধন	
	২.৭	বিনিয়োগ	
	২.৮	ঋণ বিতরণ	
	২.৯	ঋণ আদায়	
	২.১০	অডিট ফি আদায়	
	২.১১	লভ্যাংশ বিতরণ	
৩য় অধ্যায়		**জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রাপ্তির তালিকা ও সমবায়ীর তথ্যাদি**	--
	৩.১	দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.	
	৩.২	দি বুড্ডিষ্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.	
	৩.৩	পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৪	বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৫	জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৬	মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৭	মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৮	কাজিয়াকান্দা ভূমিহীন সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৯	মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি.	
	৩.১০	বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. (চক্রেসো)	
৪র্থ অধ্যায়	**৪.**	**সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**	--
	৪.১	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি	
	৪.২	আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট	
	৪.৩	ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	

৫ম অধ্যায়	**৫.**	**সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প**	--
	৫.১	সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ	
	৫.১.১	দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক প্রকল্প	
	৫.১.২	বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা শীর্ষক পাইলট প্রকল্প	
	৫.২	অন্যান্য প্রকল্প	
	৫.২.১	আশ্রয়ণ প্রকল্প	
	৫.২.২	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প	
	৫.৩	সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার পরিমাণ ও মূল্য	
৬ষ্ঠ অধ্যায়	**৬.**	**পরিশিষ্ট**	--
		পরিশিষ্ট - ১: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট - ২: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন	
		পরিশিষ্ট - ৩: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের কর্মসংস্থান	
		পরিশিষ্ট - ৪: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়	
		পরিশিষ্ট - ৫: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের প্রাপ্ত ও পরিশোধকৃত ঋণ	
		পরিশিষ্ট - ৬: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় আমানত	
		পরিশিষ্ট - ৭: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের আয়-ব্যয় ও লাভ ক্ষতি	
		পরিশিষ্ট - ৮: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের বিনিয়োগ	
		পরিশিষ্ট - ৯: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সম্পদ	
		পরিশিষ্ট - ১০: জেলাভিত্তিক অকার্যকর সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট - ১১: জেলাভিত্তিক অবসায়নে ন্যস্ত ও নিরীক্ষাকৃত সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য	
		পরিশিষ্ট - ১২: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফি	
		পরিশিষ্ট - ১৩: জাতীয় সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফি	
		পরিশিষ্ট - ১৪: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট - ১৫: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন	
		পরিশিষ্ট - ১৬: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের কর্মসংস্থান, লাভ-ক্ষতি ও লভ্যাংশ বিতরণ	
		পরিশিষ্ট - ১৭: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়	
		পরিশিষ্ট - ১৮: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের প্রাপ্ত ও পরিশোধকৃত ঋণ	
		পরিশিষ্ট - ১৯: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় আমানত	
		পরিশিষ্ট - ২০: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের আয়-ব্যয়	
		পরিশিষ্ট - ২১: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের বিনিয়োগ	
		পরিশিষ্ট - ২২: শ্রেণিভিত্তিক অবসায়নে ন্যস্ত ও নিরীক্ষাকৃত সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য	
		পরিশিষ্ট - ২৩: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সম্পদ	
		পরিশিষ্ট - ২৪: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্য সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট - ২৫: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট - ২৬: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন	
		পরিশিষ্ট - ২৭: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের কর্মসংস্থান, লাভক্ষতি ও লভ্যাংশ বিতরণ	
		পরিশিষ্ট - ২৮: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়	
		পরিশিষ্ট - ২৯: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের প্রাপ্ত ও পরিশোধকৃত ঋণ	
		পরিশিষ্ট - ৩০: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় ও আমানত	
		পরিশিষ্ট - ৩১: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের আয়-ব্যয়	
		পরিশিষ্ট - ৩২: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের বিনিয়োগ	
		পরিশিষ্ট - ৩৩: দেশব্যাপি অবসায়নে ন্যস্ত ও নিরীক্ষাকৃত সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য	
		পরিশিষ্ট - ৩৪: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের সম্পদ	
		পরিশিষ্ট - ৩৫: সমবায় অধিদপ্তরের জনবল	
		পরিশিষ্ট - ৩৬: ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সমবায় সমিতির তথ্যাদি	

বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন

প্রারম্ভিকা

দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। সৃষ্টি হচ্ছে উন্নয়নের নতুন নতুন ইতিহাস। উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় সমবায় অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় এর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিচার করে বলা হয়ে থাকে, 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন'। বাংলার কৃষককে সুদখোর মহাজনদের শোষণ থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন, পর্যটন, কুটির শিল্প, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি ৩৫ শ্রেণির বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার ইতিহাস থেকেই বুঝা যায় এ সমাজে সমবায় পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে। মহান স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় পদ্ধতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে গ্রাম সমবায় গড়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাই সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯২,৬৯২টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২০,৪২,০৯৫ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৯৩৯৯.৫২ কোটি টাকা। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে ১৪১৭টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো শক্তিশালীকরণে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে ১৫০৮টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পটি **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** অগ্রাধিকার প্রকল্পের অন্যতম। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ২১৯টি গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো পরিবহন সেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন ও

বিধিমালার আলোকে নতুন নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন পরিচালনা, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

সমবায়ের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্য, সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা। ইতোমধ্যে সমবায় সেক্টরের জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধিকরণ, নতুন জনবল নিয়োগ, সকল পর্যায়ে সুয়োগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপকহারে সমবায়ীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের ফলে সমবায় সেক্টরে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। (১) **দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক প্রকল্প এবং** (২) **বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা শীর্ষক পাইলট প্রকল্প।** প্রকল্প দুটি সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে **'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি'** গঠনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সময়ের চাহিদা পূরণে ও সমবায়ীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালে সরকার সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করে সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন-২০২০) জারি করা হয়েছে। সমবায়ীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধন-২০০২ ও ২০১৩) এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় খাতের ভূমিকা

(১) কৃষি সমবায়

স্বাধীনতার পর এদেশের কৃষিখাত উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্য পীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। যার ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে- কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন ও প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক। বর্তমানে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৭০,০৩৪ টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. কর্তৃক এ সকল কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি.

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি খাতের সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিনসিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে উক্ত ব্যাংকটিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং ইহা একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সদস্যদের ও অসদস্য সকলের কাছ থেকে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ এবং আমানতের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের সমপরিমাণ হারে সুদ প্রদান করে থাকে। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আঁখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৪৭, শেয়ার মূলধন ৭৪৯.১৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২৮৭৮.৪৪ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৩০০১৩.১২ লক্ষ টাকা। সমিতিটি এ বছর ১৩.৮৭ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে এবং সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ২২২.৩২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. ঋণ বিতরণ করেছে ১৪৪১.৬৩ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায় করেছে ৪৮২১.১২ লক্ষ টাকা।

(২) বাজারজাতকরণ সমবায়

কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা

৫৭১টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ২৬,৪৪২ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৮০৭.৪৭ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২৫৩৯.৭৪ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৭১.৬১ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ১৩৮.৯০ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লি.

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান ও পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে সদস্য সমিতিসমূহকে সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লি. তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৭ টি, শেয়ার মূলধন ৪৬.৭২ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৬.৬৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ০.৩৪ লক্ষ টাকা ।

(৩) শিল্প সমবায়

কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক তাঁতী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় হস্ত শিল্প সমবায় ফেডারেশন ও প্রাথমিক মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি শিল্প সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে দেশে এ প্রকারের মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ৮৮৭টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,৮৪,৭৬৬ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩৩৩.২৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৬৪২.০৭ লক্ষ টাকা। । এছাড়াও ০৪(চার) টি জাতীয় সমবায় সমিতি (বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড, বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিমিটেড, দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিমিটেড, সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিমিটেড) এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লি.

সমবায়ী তাঁতীদের জন্য বিদেশ থেকে সুতা, রঙ, রাসায়নিক দ্রব্য ও তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীসহ তাঁতীদের ঋণ প্রকল্প ও স্থানীয় মিলের সুতা বিতরণ করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫২টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪২.৮১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৭১.৮৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ০.০৬ লক্ষ টাকা।

(খ) বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লি.

পাট চাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানকল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ পাটকল স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লি. একটি জাতীয় সমবায় সমিতি হিসাবে ১৯৪৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩৬টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪.৭৩ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২৯৪.৩১ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২.৭৮ লক্ষ টাকা ।

(গ) দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লি.

পাট উৎপাদনকারীদের অধিক পাট উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের জন্য সমবায় পাটকল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লি.। পরবর্তীতে বিগত ১৭/০৫/০৬ খ্রি. তারিখে এর নাম আংশিক সংশোধনপূর্বক দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লি. নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৭৫ টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ২২.৫২ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৫.৫৬ লক্ষ টাকা ।

(ঘ) সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লি.

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমলে কতিপয় তন্তুবায় বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং কিছু ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে তাঁতীদের প্রস্তুতকৃত কাপড় আধুনিক পদ্ধতিতে ডাইং ও ক্যালেণ্ডার করার প্রয়াসে এক বা একাধিক ক্যালেণ্ডারিং ফ্যাক্টরী করার জন্য ১৯৫১ সালের ১০ জুন তারিখে ইস্ট পাকিস্তানে কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস্ লি. নামে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লি. নামে পুনরায় নামকরণ করা হয়।

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৬০টি, শেয়ার মূলধন ৪.১৩ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৩৯.০২ লক্ষ টাকা।

(৪) মৎস্য সমবায়

দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. এর অর্ন্তভুক্ত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতির সর্বমোট সংখ্যা ১০,০৯৩টি (প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ১০,০২০টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৩টি), ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৮৩,০৮৮ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৬১৭.৮২ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬১৬৬.০০ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ১৯২০.৮১ লক্ষ টাকা। এছাড়াও **বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.** নামে জাতীয় সমবায় সমিতি এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. সমবায় আইনে নিবন্ধিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ মৎস্যজীবী। মাছ হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রোটিন চাহিদা মিটানোর প্রধান উৎস এবং দেশের অর্থনীতিতে ইহার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মাঝে বিতরণ, সদস্যদের কল্যাণে মৎস্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জলমহল ইজারা গ্রহণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১২ মার্চ দেশের মৎস্যজীবী সমবায়সমূহের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২০৫.৮৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪.১৭ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৭৭২.০২ লক্ষ টাকা।

(৫) মহিলা সমবায়

নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ এর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে সর্বমোট ২৭,৫২২টি মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৮৭,৯২৩ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২০০.৩৪ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২৫৬.৬৩ কোটি টাকা, নীট লাভের পরিমাণ ১৪৫.৭৪ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ৭৬২.১৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লি.

নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যভূক্ত মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন, সেলাই, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লি. ১৯৭৭ সালের মে মাসে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৯টি কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ০.০৯ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ০.১০ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ২.১৭ লক্ষ টাকা।

(৬) পরিবহন সমবায়

পরিবহন খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রাক চালক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় মেক্সি চালক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতি যেমন প্রাথমিক অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক ও ট্যাংক/লরী চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক মটর মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে এ শ্রেণির প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সর্বমোট সমিতির সংখ্যা ১৪১৫টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১০,২২৩ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৮৭৭.৫২ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬২৮২.৬৬ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ১৫৫৫২.৭৫ লক্ষ টাকা।

(৭) গৃহায়ন সমবায়

ঢাকাসহ বড় বড় শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক গৃহ নির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি এর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে এ শ্রেণির সমিতির সংখ্যা ২২২টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৫০,৭২৪ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩৫৫২.৮৪ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭০৯৭.২৯ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ১৬৩৬৮.১৪ লক্ষ টাকা।

(৮) দুগ্ধ সমবায়

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. ব্রান্ড নাম **মিল্কভিটা** নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতের নেতৃত্ব প্রদান করছে। বর্তমানে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,৪৪৩টি, ব্যক্তি সদস্য ১,২৫,৮৯৫ জন, শেয়ার মূলধন ৮৩৪.৭৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১০১৩.৮৮ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ২৪৩.১৮ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ১২১১০.২৬ লক্ষ টাকা।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়।** পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' নামে নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য এই সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম **'মিল্কভিটা'**। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। **মিল্কভিটা** তরল দুধের পাশাপাশি গুড়া দুধ, ঘি, মাখন, আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং, মাঠা, রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য সংখ্যা ৮১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মিল্কভিটা প্রায় ৩.৯৩ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারিগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে।

৯) বীমা সমবায়

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি. এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লি. নামে দুটি জাতীয় সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত।

ক) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি.- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশির দশকের মাঝামাঝি সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রসূত নিরলস প্রচেষ্টায় সমন্বিত কার্যকর সহযোগিতার ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি.' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১ টি, শেয়ার মূলধন ৯৮.৪৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৯৪.৯৫ লক্ষ টাকা ।

খ) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লি.- সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স' নামে এ সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০৫ টি, শেয়ার মূলধন ৮.৫৬ লক্ষ টাকা ।

(১০) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়

প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১১,২১২টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১৫,৭৪,৭০৬ জন, শেয়ার মূলধন ১১৭৩.৪৮ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪২৮৯.০৪ কোটি টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ৬৩১১.৯৬ কোটি টাকা। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব

বাংলাদেশ লি. (কালব) নামে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি। কালব এর সদস্য সংখ্যা ৮২১টি প্রাথমিক সমিতি, শেয়ার মূলধন ২৫.২৪ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১০৪৩.১৩ কোটি টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ১০৯৯.৯৩ কোটি টাকা।

(১১) আশ্রয়ণ সমবায়

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভূক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭২১০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৪টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৫৮৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ পর্যন্ত (০৩) টি ফেইজে মোট ৩,১৯,১৪০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। তন্মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২,১৩,২২৭টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত। সারা দেশে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১৫০৮টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ১,৫৭,৭৪৪ জন, শেয়ার মূলধন ১২২.৩৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৫৮০.৬৯ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ৬৪৬০.৬৭ লক্ষ টাকা। ।

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উক্ত ঋণ ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ হাজার পুনর্বাসিত পরিবারের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। ঋণ আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

(১২) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলি নিয়মিত তদারকি করে থাকে। জুন'২২ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪২৫টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৪,৪৭,৫৩০ জন, শেয়ার মূলধন ১০০০.২৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪৪৭২.৯৭ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরি মূলধন ৭৩৫২.৬২ লক্ষ টাকা।

সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (২০২১-২২)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
১। সমিতির সংখ্যা	২২	১২১০	১৯১২২৮	২৮	২০৪	১৯২৬৯২

২। ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
	৯১৫৬৫৩৯	২৮৮৫৫৫৬	১২০৪২০৯৫

৩। সমবায় সমিতির মূলধন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
ক) শেয়ার মূলধন	৫৯৩১.০১	১০৫৬৩.৮৭	২৪৪৯২৪.০৬	৭৯২০.৩৫	৭৮৭৬.৮৩	২৭৭২১৬.১১
খ) সঞ্চয় আমানত	৩৫৫৬.২৮	২৯৭৬৬.০৮	৯০৫১৬৩.০৮	১৪৩৮৮৫.৯২	৩২৩৬৯৩.০৩	১৪০৬০৬৪.৩৯
গ) সংরক্ষিত তহবিল	৩৬৯৯৮.০৩	২১৮০৬.৯৭	৪২২৪৩.৭৩	১৪৯০.৪১	২১৬৩.৪৯	১০৪৭০২.৬৩

৪। সমবায় সমিতির কার্যকরি মূলধন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
কার্যকরী মূলধন	৯৩০৮৬.৪৬	১৬৩৬৪৯.২৯	১৪২৫৫২৫.৫৩	১৯১১৪৮.৮৭	৩৯৯৫৯৪.৯৫	২২৭৩০০৫.১০

৫। সমবায় সমিতির সম্পদ (লক্ষ টাকায়)

ভৌত সম্পদ	বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ	মজুদ তহবিল (ব্যাংকে গচ্ছিত)	মোট
৫৪২১১২.১৫	২০৭০৯১.৭১	১৯০৭৪৮.৪৮	৯৩৯৯৫২.৩৪

৬। সমবায় এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান (জন)

সমিতিসমূহের অফিসে চাকুরীরত	সমিতির নিজস্ব প্রকল্পে/ কর্মসূচীতে চাকুরীরত	সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে চাকুরীরত	সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সংখ্যা	মোট
৮২০৮৮	৩৭৭২০	১২২৭৪২	৮৬৩৯৪৩	১১০৬৪৯৩

৭। সমবায় প্রশিক্ষণ (জন)

নাম	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	১৩৭	৩৪২৩
আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট	৪৬৬	১২৫১২
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট	২৯৫৩	৭৩৮০৫
সমবায় অধিদপ্তর (ইনহাউজ প্রশিক্ষণ)	৮	৩২৫
মোট	**৩৫৬৪**	**৯০০৬৫**

৮। সমিতি নিবন্ধন

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
৫	৬৮৬৫	৬৮৭০

৯। সমিতির নিবন্ধন বাতিল

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
৬	১১০৫৪	১১০৬০

১০। সমিতি অডিট (কার্যকর সমিতি) (জন)

সমিতির শ্রেণি	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা
জাতীয় ও দেশব্যাপি সমিতি	৫৩	৫৩
কেন্দ্রীয় সমিতি	১১৬৭	১১৬৫
প্রাথমিক সমিতি	১৫৩৮৬৪	৮৬৫৭৭
মোট	**১৫৫০৮৪**	**৮৭৭৯৫**

১১। অডিট ফি, নিবন্ধন ফি, সিডিএফ আদায় (লক্ষ টাকা)

অডিট ফি আদায়	৩৩৪.৪৮
নিবন্ধন ফি আদায়	১০.০১
সিডিএফ আদায়	৫০০.৮৮
নিকেতন ভাড়া	১৭.৮৫

সমবায় সমিতির বিগত তিন বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	বিবরণ	জুন'২০	জুন'২১	জুন'২২
১।	সমিতির সংখ্যা (টি)	১৯২০২০	১৯৬৩১৬	১৯২৬৯২
২।	সদস্য সংখ্যা (জন)	১১৫০৯৮২৫	১১৭০৭৫১৪	১২০৪২০৯৫
৩।	সমিতি নিবন্ধন প্রদান (টি)	১৮৪০৯	৮৮৭৭	৬৮৭০
৪।	সমিতি নিবন্ধন বাতিল (টি)	৪৩১৯	৪৫৮১	১১০৬০
৫।	সদস্য অন্তর্ভূক্তি (জন)	৮১৮৭৬৮	৫৬৬৪৬১	৭৬৭২০৫
৬।	সদস্য প্রত্যাহার/বাতিল (জন)	৫৫২৮৪৯	৩৬৮৫০৮	৮৪১২১০
৭।	শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকা)	১৭৯৩৪৯.০৪	১৯৩১৬২.২৪	২৭৭২১৬.১১
৮।	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)	৮৫৯৪৩১.৫১	৯০১৯৭৪.০৪	১৪০৬০৬৪.৩৯
৯।	সংরক্ষিত তহবিল (লক্ষ টাকা)	৮৪৬২০.০৫	৯৩৭৫৫.৯৪	১০৪৭০২.৬৩
১০	কার্যকরি মূলধন (লক্ষ টাকা)	১৪৬১২৭০.৩৭	১৫৪৪২৫৪.৫১	২২৭৩০০৫.১০
১১।	ঋণ গ্রহণ (লক্ষ টাকা)	১৯৮৩০১.৮৮	১৭৫৫৮৪.৫৯	২১২৬৮৩.৬৭
১২।	ঋণ পরিশোধ (লক্ষ টাকা)	১৯৬৬৮২.৮৬	১৬২৪৯৫.৯১	১৯১৯৯৮.৫২
১৩।	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫৫৩৪৭৬.৩১	২৭২২০৭.৩	৫৪৭১০৪.৭১
১৪।	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৫১৬৭৮৫.৫২	২৫৫১২৬.৮৬	৫৩৭৬০৩.৯৫
১৫।	বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	২১৫৪১৬.১৫	৪৩৮৬৪৬.৬৫	৫৮০৬৪৯.৬২
১৬।	মোট সম্পদ (লক্ষ টাকা)	৫৮৪৭৮৫.১	৬৭৭৮১৪.৫১	৯৩৯৯৫২.৩৪
১৭।	লভ্যাংশ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩১৩৭.৪৯	২৭৯৩.৫৯	৪৪৭৩.৯৬
১৮।	কর্মসংস্থান (জন)	৯৫৩৪২৭	৯৬৩১৫১	১১০৬৪৯৩
১৯।	অডিট ফি আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৮৪.৩১	৩৭৮.৩৭	৩৩৪.৪৮
২০।	নিবন্ধন ফি আদায় (লক্ষ টাকা)	২১.৯৩	১৪.৫২	১০.০১
২১।	সিডিএফ ফি আদায় (লক্ষ টাকা)	৩৯২.৪৩	৬১০.৬৭	৫০০.৮৮
২২।	নীট লাভ (লক্ষ টাকা)	১০৪৪৯.১২	১২৭৩২.৫২	৬৯১৩.৭৪

সমবায় সমিতির এর গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (২০২১-২২)

ক্রঃ নং	বিবরণ	সমিতির সংখ্যা (টি)	সদস্য সংখ্যা (জন)	শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকা)	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)
১।	কৃষি সমবায় সমিতি	৭০০৩৪	৪৫৪০৯৭২	৭১২৫৬.১৯	৩৬৩১০২.৮৫
২।	মৎস্য সমবায় সমিতি	১০০৯৩	৩৮৩০৮৮	২৬১৭.৮২	৬১৬৬.০০
৩।	মহিলা সমবায় সমিতি	২৭৫২২	৯৮৭৯২৩	২০০৩৩.৮২	২৫৬৬৩.৪৪
৪।	আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি	১৫০৮	১৫৭৭৪৪	১২২.৩৩	৫৮০.৬৯
৫।	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	১৪২৫	৪৪৭৫৩০	১০০০.২৩	৪৪৭২.৯৭
৬।	সি আই জি সমবায় সমিতি	২৪৯৮৬	৫৭৪৮৯৬	২৬১২.৫৯	২৭৬২.৯২
৭।	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	১১২১২	১৫৭৪৭০৬	১১৭৩৪৮.২৯	৪২৮৯০৪.৩৫
৮।	দুগ্ধ সমবায় সমিতি	২৪৪৩	১২৫৮৯৫	৮৩৪.৭৩	১০১৩.৮৮
৯।	পরিবহন সমবায় সমিতি	১৪১৫	১১০২২৩	৮৭৭.৫২	৬২৮২.৬৬
১০	গৃহায়ন সমবায় সমিতি	২২২	৫০৭২৪	৩৫৫২.৮৪	৭০৯৭.২৯
১১।	বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতি	৫৭১	২৬৪৪২	৮০৭.৪৭	২৫৩৯.৭৪
১২।	শিল্প সমবায় সমিতি	৮৮৭	১৮৪৭৬৬	৩৩৩.২৬	১৬৪২.০৭
১৩।	বহুমুখী সমবায় সমিতি	৮৭৪০	১৮১৯৪০৯	৫৫৩৯১.৫৬	৩২৪২৩০.৭৯

সমবায় সমিতির গুরত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (২০২১-২২)

ক্র.নং	বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপী	বিভাগব্যাপী	মোট
১	সমিতির সংখ্যা (টি)	২২	১২১০	১৯১২২৮	২৮	২০৪	১৯২৬৯২
২	সমিতি নিবন্ধন (টি)	০	৫	৬৮৬৫	০	০	৬৮৭০
৩	সমিতির নিবন্ধন বাতিল (টি)	০	৬	১১০৫৪	০	০	১১০৬০
৪	সদস্য সংখ্যা (জন)	০	০	১১৭১৪৮৩৫	৬৯২৫২	২৫৮০০৮	১২০৪২০৯৫
৫	সদস্য অন্তর্ভূক্তি (জন)	০	০	৭৪৮৮৪১	৬৬৭	১৭৬৯৭	৭৬৭২০৫
৬	সদস্য প্রত্যাহার/বাতিল (জন)	০	০	৭৯০০০৪	২৯৮	৫০৯০৮	৮৪১২১০
৭	মোট কর্মসংস্থান (জন)	১৭০১৪	৮১৪৯৩	৯৫৩১৪৩	২৪৭৭৫	৩০০৬৮	১১০৬৪৯৩
৮	শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকা)	৫৯৩১.০১	১০৫৬৩.৮৭	২৪৪৯২৪.০৬	৭৯২০.৩৫	৭৮৭৬.৮৩	২৭৭২১৬.১১
৯	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)	৩৫৫৬.২৮	২৯৭৬৬.০৮	৯০৫১৬৩.০৮	১৪৩৮৮৫.৯২	৩২৩৬৯৩.০৩	১৪০৬০৬৪.৩৯
১০	কার্যকরি মূলধন (লক্ষ টাকা)	৯৩০৮৬.৪৬	১৬৩৬৪৯.২৯	১৪২৫৫২৫.৫৩	১৯১১৪৮.৮৭	৩৯৯৫৯৪.৯৫	২২৭৩০০৫.১০
১১	লভ্যাংশ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৫৪.১৯	৮৬.২৬	৪১৭৬.১৭	৯.৬২	৪৭.৭২	৪৪৭৩.৯৬
১২	মোট সম্পদ (লক্ষ টাকা)	৬৮৮৬৪.২৭	১১২৩৫২.৭৩	৪৭০২৪৮.৯৮	৪৪৫২২.৬০	২৪৩৯৬৩.৭৬	৯৩৯৯৫২.৩৪
১৩	সমিতির আয় (লক্ষ টাকা)	৩৮২৩৭.৩৮	১০৭০৩.২৪	৬৬৪৫৩.৭০	১৪৬১৬.১২	৮১৯৫.৮৩	১৩৮২০৬.২৬
১৪	সমিতির ব্যয় (লক্ষ টাকা)	৩৭৪৮৩.৪৯	৯১৩৮.৭৬	৫৭৫৪৯.৪৫	১৯১৭৫.১৪	৭৯৪৫.৬৭	১৩১২৯২.৫২
১৫	বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৩৯৪৭৪.৬০	৬১৬৬১.০৬	৩৯১৬৬৪.৫৭	৫৪৮৪৯.৩৩	৩৩০০০.০৬	৫৮০৬৪৯.৬২
১৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৪৮৩.৬৩	২৬৯৯৭.৪৬	৪৫৪৩৪২.১৫	৩৫৪৪৭.৩৪	২৮৮৩৪.১৩	৫৪৭১০৪.৭১
১৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৮৩১.৭৯	৩৩৭১২.৬৮	৪৪২৫৯৫.৩৬	২৭২৪২.১১	২৯২২২.০১	৫৩৭৬০৩.৯৫
১৮	ঋণ গ্রহণ (লক্ষ টাকা)	০.৫৯	৬০২৮৭.৫৩	১৩৩১৫৯.৬৮	১৯০০২.৮৯	২৩২.৯৮	২১২৬৮৩.৬৭
১৯	ঋণ পরিশোধ (লক্ষ টাকা)	৩১.১১	৫৪৩৭৮.২৩	১১৭২২৯.১৮	১৯৮৮৯.০৪	৪৭০.৯৬	১৯১৯৯৮.৫২

সমবায় সমিতির পরিসংখ্যান (২০২১-২০২২)
(সাধারণ ও বিআরডিবি পৃথকভাবে)

১। সমিতির সংখ্যা

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	২১	৫০৮	১০৩০৭৮	২৮	২০৪	১০৩৮৩৯
বিআরডিবি	১	৭০২	৮৮১৫০	০	০	৮৮৮৫৩
মোট	২২	১২১০	১৯১২২৮	২৮	২০৪	১৯২৬৯২

২। ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	পুরুষ	মহিলা	মোট
সাধারণ	৭০২৫০৬৪	১৮৬৮১৫১	৮৮৯৩২১৫
বিআরডিবি	১৯৬০১৬২	৮৬১৪৫৮	২৮২১৬২০
দেশব্যাপি	৩৮৮৭৪	৩০৩৭৮	৬৯২৫২
বিভাগব্যাপি	১৩২৪৩৯	১২৫৫৬৯	২৫৮০০৮
মোট	৯১৫৬৫৩৯	২৮৮৫৫৫৬	১২০৪২০৯৫

৩। সমবায় সমিতির অংশগত মূলধন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	৫৯৩১.০১	১৮৮৬.০৩	২৩৫৯২৭.৯২	৭৯২০.৩৫	৭৮৭৬.৮৩	২৫৯৫৪২.১৩
বিআরডিবি	০.০০	৮৬৭৭.৮৪	৮৯৯৬.১৪	০.০০	০.০০	১৭৬৭৩.৯৮
মোট	৫৯৩১.০১	১০৫৬৩.৮৭	২৪৪৯২৪.০৬	৭৯২০.৩৫	৭৮৭৬.৮৩	২৭৭২১৬.১১

৪। সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	৩৫৫৬.২৮	৫৫১০.৪৭	৮৭৯২২২.০২	১৪৩৮৮৫.৯২	৩২৩৬৯৩.০৩	১৩৫৫৮৬৭.৭২
বিআরডিবি	০.০০	২৪২৫৫.৬১	২৫৯৪১.০৬	০.০০	০.০০	৫০১৯৬.৬৭
মোট	৩৫৫৬.২৮	২৯৭৬৬.০৮	৯০৫১৬৩.০৮	১৪৩৮৮৫.৯২	৩২৩৬৯৩.০৩	১৪০৬০৬৪.৩৯

৫। সমবায় সমিতির সংরক্ষিত তহবিল (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	৩৬৯৯৮.০৩	৪৭০৭.৯৮	৩৬৭১৪.০৮	১৪৯০.৪১	২১৬৩.৪৯	৮২০৭৩.৯৯
বিআরডিবি	০.০০	১৭০৯৮.৯৯	৫৫২৯.৬৫	০.০০	০.০০	২২৬২৮.৬৪
মোট	৩৬৯৯৮.০৩	২১৮০৬.৯৭	৪২২৪৩.৭৩	১৪৯০.৪১	২১৬৩.৪৯	১০৪৭০২.৬৩

৬। সমবায় সমিতির কার্যকরি মূলধন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	৯৩০৮৬.৪৬	৩৪২৭৯.৩৪	১৩১১০৯৪.৪১	১৯১১৪৮.৮৭	৩৯৯৫৯৪.৯৫	২০২৯২০৪.০৩
বিআরডিবি	০.০০	১২৯৩৬৯.৯৫	১১৪৪৩১.১২	০.০০	০.০০	২৪৩৮০১.০৭
মোট	৯৩০৮৬.৪৬	১৬৩৬৪৯.২৯	১৪২৫৫২৫.৫৩	১৯১১৪৮.৮৭	৩৯৯৫৯৪.৯৫	২২৭৩০০৫.১০

৭। সমবায় সমিতির মোট সম্পদ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	৬৮৮৬৪.২৭	৪৫৮০২.৭৪	৪৩৯৬৯৯.৪৫	৪৪৫২২.৬০	২৪৩৯৬৩.৭৬	৮৪২৮৫২.৮২
বিআরডিবি	০.০০	৬৬৫৪৯.৯৯	৩০৫৪৯.৫৩	০.০০	০.০০	৯৭০৯৯.৫২
মোট	৬৮৮৬৪.২৭	১১২৩৫২.৭৩	৪৭০২৪৮.৯৮	৪৪৫২২.৬০	২৪৩৯৬৩.৭৬	৯৩৯৯৫২.৩৪

৮। সমবায় সমিতির বিনিয়োগের পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	৩৯৪৭৪.৬০	১৮২২৭.৫০	৩৭৩৭৪৮.৬২	৫৪৮৪৯.৩৩	৩৩০০০.০৬	৫১৯৩০০.১১
বিআরডিবি	০.০০	৪৩৪৩৩.৫৬	১৭৯১৫.৯৫	০.০০	০.০০	৬১৩৪৯.৫১
মোট	৩৯৪৭৪.৬০	৬১৬৬১.০৬	৩৯১৬৬৪.৫৭	৫৪৮৪৯.৩৩	৩৩০০০.০৬	৫৮০৬৪৯.৬২

৯। সমবায় সমিতির ঋণ গ্রহণ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	০.৫৯	২৫৭৯.১৯	২৯৬০৩.৯৯	১৯০০২.৮৯	২৩২.৯৮	৫১৪১৯.৬৪
বিআরডিবি	০.০০	৫৭৭০৮.৩৪	১০৩৫৫৫.৬৯	০.০০	০.০০	১৬১২৬৪.০৩
মোট	০.৫৯	৬০২৮৭.৫৩	১৩৩১৫৯.৬৮	১৯০০২.৮৯	২৩২.৯৮	২১২৬৮৩.৬৭

১০। সমবায় সমিতির ঋণ পরিশোধ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	৩১.১১	১৫৬৮.৬৫	১৮৪৩৯.১৩	১৯৮৮৯.০৪	৪৭০.৯৬	৪০৩৯৮.৮৯
বিআরডিবি	০.০০	৫২৮০৯.৫৮	৯৮৭৯০.০৫	০.০০	০.০০	১৫১৫৯৯.৬৩
মোট	৩১.১১	৫৪৩৭৮.২৩	১১৭২২৯.১৮	১৯৮৮৯.০৪	৪৭০.৯৬	১৯১৯৯৮.৫২

১১। সমবায় সমিতির ঋণ বিতরণ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	১৪৮৩.৬৩	৩০২৮.৫৯	৪০৩৬৪৭.৬৬	৩৫৪৪৭.৩৪	২৮৮৩৪.১৩	৪৭২৪৪১.৩৫
বিআরডিবি	০.০০	২৩৯৬৮.৮৭	৫০৬৯৪.৪৯	০.০০	০.০০	৭৪৬৬৩.৩৬
মোট	১৪৮৩.৬৩	২৬৯৯৭.৪৬	৪৫৪৩৪২.১৫	৩৫৪৪৭.৩৪	২৮৮৩৪.১৩	৫৪৭১০৪.৭১

১২। সমবায় সমিতির ঋণ আদায়

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	৪৮৩১.৭৯	৩৩৮৪.৬২	৩৮০০৮০.৫৫	২৭২৪২.১১	২৯২২২.০১	৪৪৪৭৬১.০৮
বিআরডিবি	০.০০	৩০৩২৮.০৬	৬২৫১৪.৮১	০.০০	০.০০	৯২৮৪২.৮৭
মোট	৪৮৩১.৭৯	৩৩৭১২.৬৮	৪৪২৫৯৫.৩৬	২৭২৪২.১১	২৯২২২.০১	৫৩৭৬০৩.৯৫

১৩। সমবায় সমিতির কর্মসংস্থান

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	দেশব্যাপি	বিভাগব্যাপি	মোট
সাধারণ	১৭০১৪	১৬৫২৮	৯০৬১২৫	২৪৭৭৫	৩০০৬৮	৯৯৪৫১০
বিআরডিবি	০	৬৪৯৬৫	৪৭০১৮	০	০	১১১৯৮৩
মোট	১৭০১৪	৮১৪৯৩	৯৫৩১৪৩	২৪৭৭৫	৩০০৬৮	১১০৬৪৯৩

১ম অধ্যায়

সমবায় অধিদপ্তর

১. সমবায় অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প:

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য:

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১.৩.১ সমবায় অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন;

২. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমবায়ের মানোন্নয়ন;

৩. মানসম্পন্ন ও নিরাপদ সমবায় পণ্য উৎপাদন ও প্রসার;

৪. দরিদ্র ও অনগ্রসর মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;

৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;

১.৪ কার্যাবলী:

১. সমবায়নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান;

২. সমবায় নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত মান বৃদ্ধি করা;

৪. সমবায় সদস্যবৃন্দকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা;

৫. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা;

৬. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

৭. সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

৮. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

৯. অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচী এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

১.৫ সমবায় অধিদপ্তরের লক্ষ্য এবং দায়িত্বঃ

১. সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিপ্রণয়ন করা ;

২. নীতিমালার আলোকে প্রণীত সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করা;

৩. সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ বা প্রস্তাবনা প্রদান করা;

৪. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সমবায় সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বেতনভুক্ত কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় নীতিমালা ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৫. সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ,সঠিক ব্যবস্থাপনা, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করতঃ সমিতির স্বাভাবিক এবং আইনগত কার্যক্রম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধন এবং অডিট করা;

৬. যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের উপর অর্পিত বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা;

৭. সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপ, গবেষণা এবং কেস স্টাডি পরিচালনা করে ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা;

৮. সরকারের অনুমোদনক্রমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা ;

৯. বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি ইত্যাদি সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্লান্ট স্থাপন এবং পণ্য আমদানী রপ্তানীর জন্য ঋণ ও যন্ত্রপাতিসমূহ এবং সমবায় সমিতির জন্য অন্যান্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করা।

১০. সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ; এবং

১১. দাপ্তরিক প্রশাসন পরিচালনা ।

১.৬ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১০টি) হচ্ছে মুক্তাগাছা, ফরিদপুর, ফেনী, মৌলভীবাজার, রংপুর, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল ও নরসিংদী।

১.৭ সমবায় দিবসঃ

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসঃ জুলাই মাসের ১ম শনিবার

জাতীয় সমবায় দিবসঃ নভেম্বর মাসের ১ম শনিবার

১.৮ সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্যঃ

১.৮.১ সমিতির স্তর বিন্যাসঃ দেশের মোট সমবায় সমিতিসমূহ ৩টি স্তরে বিভক্ত-

ক. প্রাথমিক সমবায় সমিতি

খ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি

গ. জাতীয় সমবায় সমিতি

অপরদিকে সমিতি গঠনের উদ্যোগ, অর্থায়ন ও সেবা প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় সমিতিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. সাধারণ সমবায় সমিতি

খ. বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট সমবায় সমিতি

সমিতির সংখ্যা: সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন শ্রেণির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯২,৬৯২টি যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৯১,২২৮টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,২১০টি, জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি এবং দেশ ও বিভাগ ব্যাপি সমবায় সমিতি ২৩২টি।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা: উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণির বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে চলছে। বিগত দশ বছরে সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,২০,৪২,০৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৯১,৫৬,৫৩৯ জন এবং মহিলা সদস্য ২৮,৮৫,৫৫৬ জন।

শেয়ার মূলধন: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরী এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রসার ঘটানোই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হল সদস্যদের নিকট বিক্রিত শেয়ার। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৭৭২.১৬ কোটি টাকা।

সঞ্চয় আমানত: সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৪০৬০.৬৪ কোটি টাকা।

কার্যকরি মূলধন: সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরি মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ২২৭৩০.০৫ কোটি টাকা ।

মোট সম্পদ: সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদ, বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ, মজুদ তহবিল ইত্যাদির সমষ্টিই হচ্ছে মোট সম্পদ। জুন, ২০২২ পর্যন্ত সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ৯৩৯৯.৫২ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান: সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সর্বমোট ১১,০৩,১১০ জন লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়: সমবায় অধিদপ্তর সরকারি রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়েগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কওে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপর দিকে সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সমিতি হতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হাওে অডিট ফি আদায় করাহয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসেবে ১০.০১ লক্ষ টাকা এবং অডিট ফি হিসেবে ৩৩৪.৪৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩৪৪.৪৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

গমবায় উন্নয়ন তহবিল (Coperative Development Fund) আদায়: সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ৮৪(২) বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে নীট মুনাফা হতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকূলে জমা করার মাধ্যমে উক্ত তহবিল গঠিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর ৫০০.৮৮ লক্ষ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) এবং ১৭.৮৫ লক্ষ টাকা সমবায় নিকেতনের ভাড়া আদায় করা হয়েছে।

গমবায় সমিতির অডিট: সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও কার্যক্রম অডিট করা হয়। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছওে সমিতি অডিটের তথ্য নিম্নের ছকে দেখানো হলো।

সমিতির স্তর	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা	অগ্রগতিরহার (%)
জাতীয় ও দেশব্যাপি	৫৩	৫৩	১০০
কেন্দ্রীয়	১১৬৭	১১৬৫	৯৯
প্রাথমিক	১৫৩৮৬৪	৮৬৫৭৭	৫৬
মোট	১৫৫০৮৪	৮৭৭৯৫	৫৭

১.৯: প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড

কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	পূরণকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	৫০৬৩	৩৯৪৮	১১১৫	-	কর্মকর্তার রিজার্ভপদ ১৫টি
মোট	৫০৬৩	৩৯৪৮	১১১৫		মোট

শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	১৮	৫১	৬৫	৭৭৩	২০৮	১১১৫

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারি	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারি মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫২	৪৩৬	৫৮৮	-	২৩০	২৩০	-

১.১০ সমবায় প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ:

সমবায় অধিদপ্তরের মুখ্য কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসা। বিগত সময়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী কুমিল্লা ও এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদেও জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধন মূলক (ওএঅ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ২০২১-২২অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানসমূহ	কোর্সেরসংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি	১৩৭	৩৪২৩
আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট	৪৬৬	১২৫১২
মোট	৬০৩	১৫৯৩৫

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচীর আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২২অর্থ বছওে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতিচিত্র নিম্নরূপ:

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

অর্জনেরখাতসমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	২৭৩৩	৬৮৩০৫
আইজিএ	২২০	৫৫০০
মোট	২৯৫৩	৭৩৮০৫

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ: বর্তমান অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তরে ০৮টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশফ: ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ১৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশফ অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৬৭২ জন।

১.১১ প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম

- সমবায়ের কার্যক্রম প্রচার ;
- সমবায় পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ: মাসিক সমবায়, কো-অপারেশন, নিউজ লেটার ;
- সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য প্রকাশনা যেমন- বার্ষিক প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান, বুকলেট পোস্টার ইত্যাদি ;
- বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন ;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন ;
- জাতীয় সমবায় পুরস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- রেডিও ও টেলিভিশন সহ অন্যান্য গণ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ ও প্রচার সংক্রান্ত কাজ ;
- সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রদর্শনী যেমন- ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, মেলা ইত্যাদির আয়োজন করা ;
- গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, বইপত্র, সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ;
- সমবায় কার্যক্রম এর প্রচার সংক্রান্ত ফটোগ্রাফিক কার্যক্রম;

১.১২. ২০২১-২২ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.১২.১ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট, ২০২১ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ এর নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবস পালন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে এক আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে দোয়া

১.১২.২: সমবায় অধিদপ্তরে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮ অক্টোবর, ২০২১ শেখ রাসেল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগারগাঁও সমবায় ভবনে শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। এ সময় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেল দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শেখ রাসেল দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে কেক কাটছেন প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১.১২.৩ ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন

৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (এমপি) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি।

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রানালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. এর চেয়ারম্যান জনাব শেখ নাদির হোসেন লিপু। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ বিতরণ করা হয়।

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২০ বিতরণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: তাজুল ইসলাম, এমপি

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২০ প্রাপ্তদের সাথে মাননীয় অতিথিবৃন্দ

সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি শ্রেণিতে সমবায় সমিতি/সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাননীয় অতিথিবৃন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধির নিকট পদক ও সনদ তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২১ উদযাপন প্রাক্কালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, (এমপি) কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সমবায় দিবসের ফেস্টুন উন্মুক্তকরণ

১.১২.৪: সমবায় অধিদপ্তরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও শপথ পাঠ

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ মহান বিজয় দিবস পালন ও শপথ পাঠ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আগারগাঁও সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

মহান বিজয় দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান বিজয় দিবস' ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের শপথ পাঠ

১.১২.৫ অমর একুশে বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের বইয়ের স্টল

১৫ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চেতনায় অমর একুশে বই মলো ২০২২ শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে গণ ভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ মেলার উদ্বোধন করেন। এবারের বই মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী'**। দেশের সমবায়ীদেও উৎপাদিত পণ্য ব্রান্ডিং এবং বিক্রি/প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর মেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস। মেলাতে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন বই, পত্রিকা, বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রদর্শন করা হয়।

অমর একুশে বই মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

১.১২.৬: সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ, ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা, আলোচনা সভা এবং শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত কেক কাটা, আলোচনা সভা এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি।

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে পুস্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে আলোচনা সভার প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোরদের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে কেক কাটার অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

১.১২.৭: সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখ সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে সকালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন অর রশিদ বিশ্বাস এর নেতৃত্বে সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন অর রশিদ বিশ্বাস, অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোঃ আহসান কবীর ও সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ

'মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমবায় ভবনে আলোচনা সভার প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

১.১২.৮ সমবায় অধিদপ্তর এর বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (২০২১-২২)

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তিপ্রস্তরের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজি করণ, নতুন নতুন উৎপাদন মুখী সমবায় সংগঠন তৈরি, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি। বিগত তিন অর্থ বছরে মোট ৩০ হাজার ৫৫২টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, প্রায় ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই সমবায় গঠনের নিমিত্ত ২২ হাজার ৯৩৩ জন ব্যক্তিকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধন মূলক প্রশিক্ষণ এবং ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৭০ জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের ২টি দুগ্ধ প্রকল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্ত ১১০৮৮ জন মহিলা এবং ১৯৫২ জন পুরুষকে উন্নত জাতের গাভী পালনের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ এবং ১৪১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা গাভী ক্রয়বাবদ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সাথে সকল বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক ও অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছওে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২টি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমবায় সমিতি সমূহের মোট সম্পদের পরিমাণ ৫৩২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৬৭৭৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। সমবায় সমিতিগুলোর পূঁজি বিনিয়োগ ও প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার জনের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা সরকারি কোষাগাওে নিরীক্ষাফি প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছওে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২১-২২ এর সার্বিক মূল্যায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর প্রথমস্থান অর্জন করেছে। সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির অর্জিত নম্বর ৯৭.২৮ ।

এছাড়া দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃত করণের মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া এবং সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য সমবায়ের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন এবং সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রারমান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়ন করে সমবায় অধিদপ্তরের প্রথম স্থান অর্জনঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন করে সমবায় অধিদপ্তর প্রথম স্থান অর্জন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ৮টি দপ্তর/সংস্থা বিগত ২০/০৬/২০২১ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে যে সকল দপ্তর/সংস্থা এপিএ স্বাক্ষর করে তা হ'লঃ ১. সমবায় অধিদপ্তর ২. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ৩. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা ৪. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া ৫. পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ৬. বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ ৭. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং ৮. বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী উপরোক্ত দপ্তর/সংস্থাগুলোর মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরে সাফল্যের সাথে কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে ৯৭.২৮ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। সমবায় অধিদপ্তরের এপিএ টিম, প্রধান কার্যালয়ের সকল শাখা, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৮টি বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ৬৪টি জেলা সমবায় কার্যালয় এবং ৫০২টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এ সাফল্য অর্জন করায় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সকলকে ধন্যবাদ জানান।

১.১০ সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

অতিরিক্ত নিবন্ধক -৪, যুগ্ম নিবন্ধক -১০,

উপ নিবন্ধক -১৯, সহকারী নিবন্ধক -১৮, গবেষণা কর্মকর্তা -১, পরিসংখ্যানবিদ -১, সহকারী প্রোগ্রামার-১

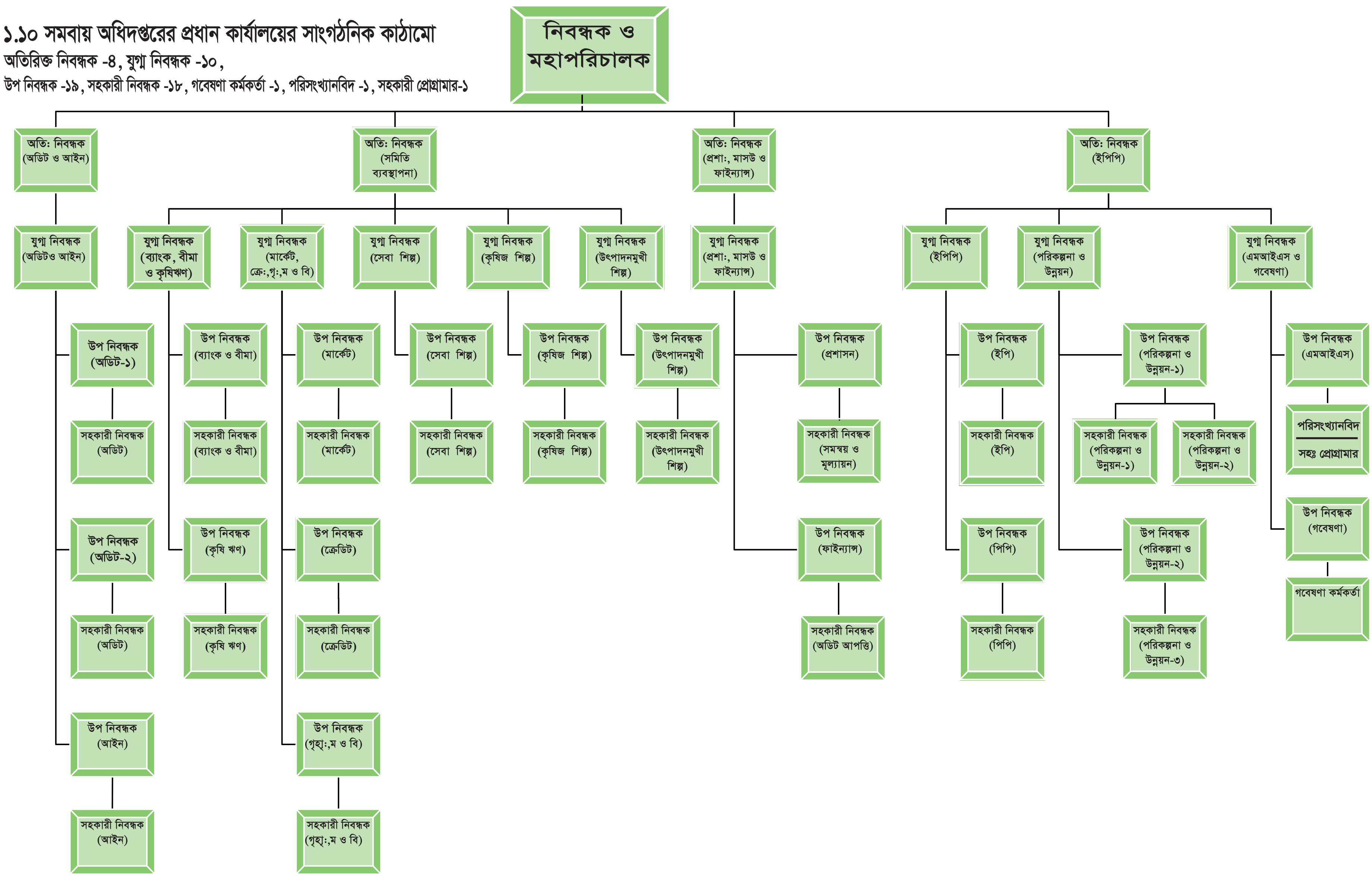

২য় অধ্যায়

সমবায় খাতের অগ্রগতি

বাংলাদেশে সমবায়ের কার্যক্রম শতবর্ষ অতিক্রম করেছে । এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির সকল জোয়ার ভাটা সমবায়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পুঁজিবাদের প্রবল দাপটে মাঝে মধ্যে সমবায়ের অবস্থা নাজুক হলেও এর ফলপ্রসূ কার্যকারিতা তাকে টিকিয়ে রেখেছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বজনীন উপযোগী মাধ্যম হিসেবে। নতুন শতাব্দীতে সমবায় নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মাপকাঠিতে এর ক্রম অগ্রসরতা দৃশ্যমান হয়। অর্থনীতির এ খাতের সাফল্য পরিসংখ্যান এর নিয়মে পরিমাপ করা দুঃসাধ্য বিষয়। তবে কিছু নিয়ামক রয়েছে যার মাধ্যমে এর সফলতা ও ব্যর্থতার একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এ দেশে প্রাথমিক সমবায় সমিতির কার্যক্রমই সমবায় আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। নিম্নে এরূপ প্রাথমিক সমবায় সমিতির কিছু নিয়ামক চিত্র তুলে ধরা হল:

২.১ প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা: নতুন সহস্রাব্দে সমবায়ের কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি চিত্র-১ এ তুলে ধরা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রাথমিক সমবায় সমিতি সংগঠনের ধারা অন্যান্য সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী। চিত্রে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর সমিতির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯১,২২৮ টি।

চিত্র- প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা

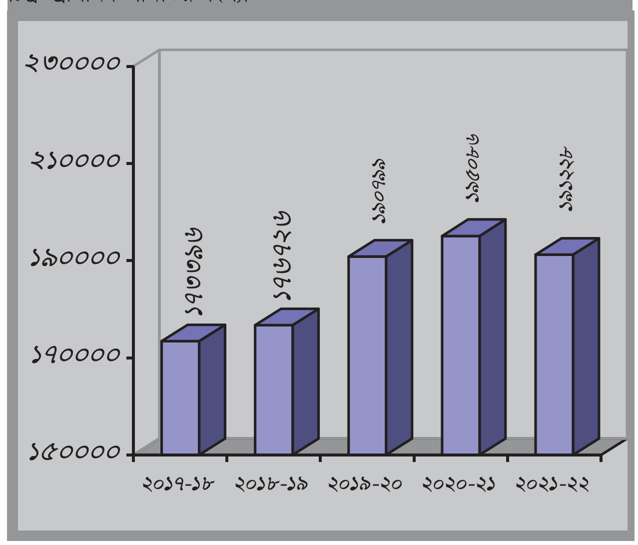

২.২ প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা: উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণির বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ সামাজিক উন্নতির একটি পরীক্ষিত কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরের জুন ২০২২ পর্যন্ত সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,২০,৪২,০৯৫ জন। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের তুলনায় এ বছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-২ প্রাথমিক সমিতির সদস্য

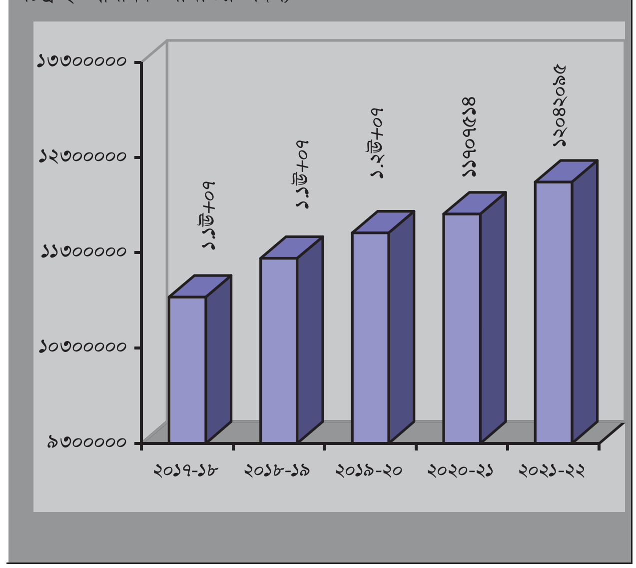

২.৩ শেয়ার মূলধন: : দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরী এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করাই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হল সদস্যদের নিকট বিক্রিত

শেয়ার। চিত্র-৩ এ দেখা যায়, বিগত বছরের তুলনায় পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থ বছরের জুন ২০২২ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে ২৪৪৯.২৪ কোটি টাকা এবং একই সময়ে সমিতি প্রতি শেয়ার মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ১,২৮,০৭৯ টাকা।

চিত্র-৩ প্রাথমিক সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন (কোটি টাকায়)

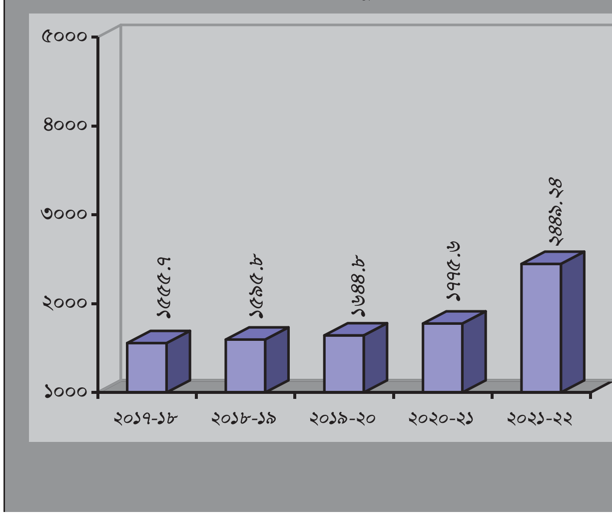

চিত্র-৪ সমিতি প্রতি শেয়ার মূলধন (টাকা)

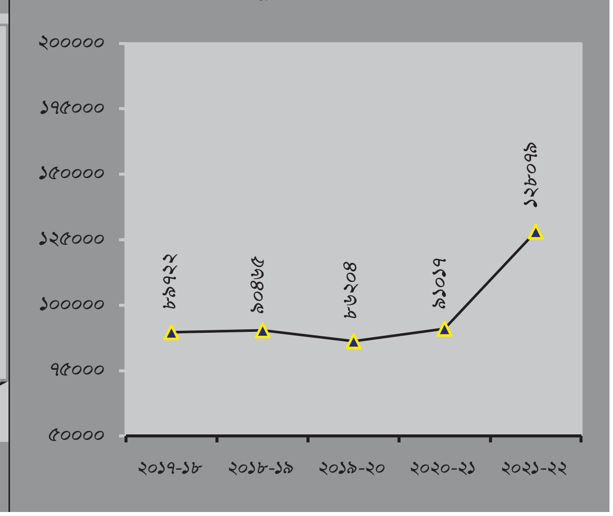

২.৪ সঞ্চয় আমানত: সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে শেয়ারের পরে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সঞ্চয় আমানত এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০৫১.৬৩ কোটি টাকা (চিত্র-৫)। সমিতি প্রতি সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,৭৩,৩৪২ টাকা (চিত্র-৬)।

চিত্র-৫ সঞ্চয় আমানত (কোটি টাকায়)

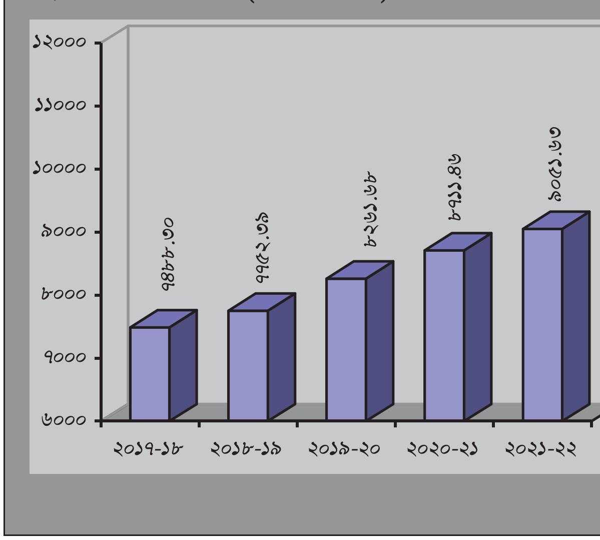

চিত্র-৬ সমিতি প্রতি সঞ্চয় আমানত (টাকা)

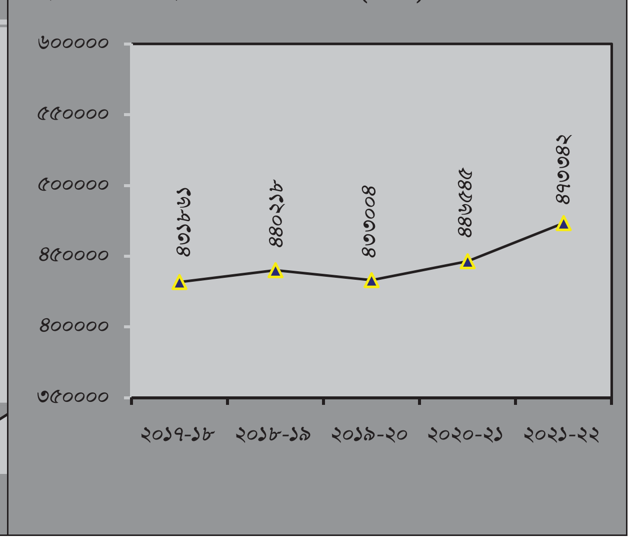

২.৫ সংরক্ষিত তহবিল ও নীটলাভ হতে গঠিত অন্যান্য তহবিল: সমবায় সমিতিগুলোর নীট লাভ থেকে নির্দিষ্ট হারে বিভাজনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে জমা হয়ে থাকে। এ তহবিলও সমিতির মূলধন হিসেবে গণ্য হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর সংরক্ষিত তহবিল ও নীট লাভ হতে গঠিত অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ।

চিত্র-৭ সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল (কোটি টাকায়)

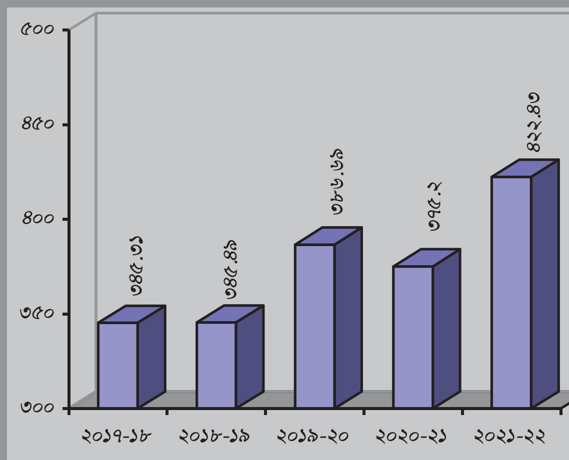

চিত্র-৮ প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতির সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল (লক্ষ টাকা)

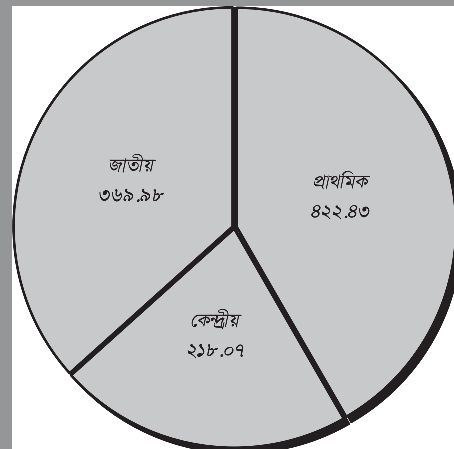

২.৬ কার্যকরী মূলধন: সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরি মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। জুন, ২০২২ নাগাদ প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪২৫৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা (চিত্র-৯)। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের তুলনায় এ বছর কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-৯ সমিতির কার্যকরী মূলধন (কোটি টাকা)

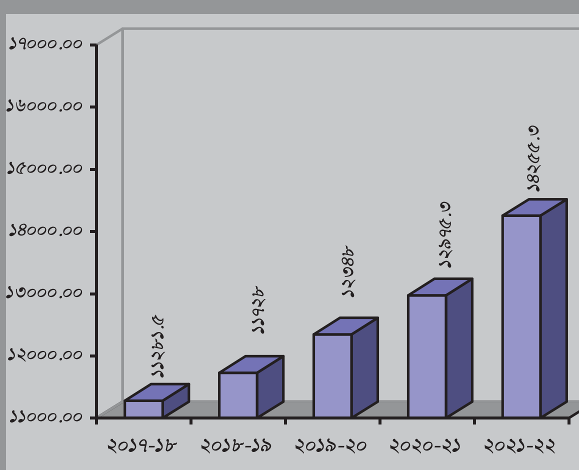

চিত্র-১০ বিনিয়োগ (কোটি টাকা)

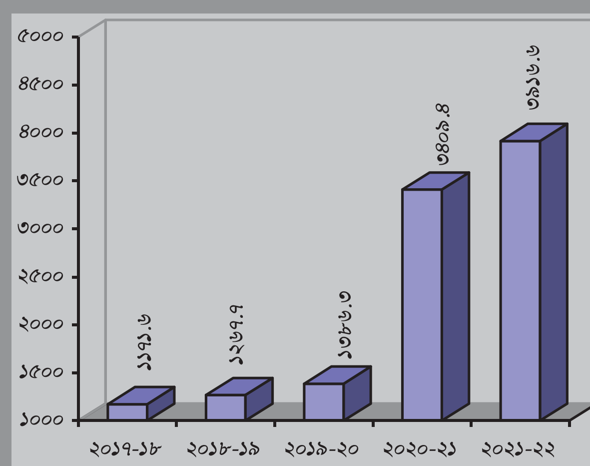

২.৭ বিনিয়োগ: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো বিভিন্ন আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রায় ৩৯১৬.৬৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে (চিত্র-১০)। ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় এ বছর বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৮ ঋণ বিতরণ: জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৫৪৩.৪২ কোটি টাকা (চিত্র-১১)। ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-১১ ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)

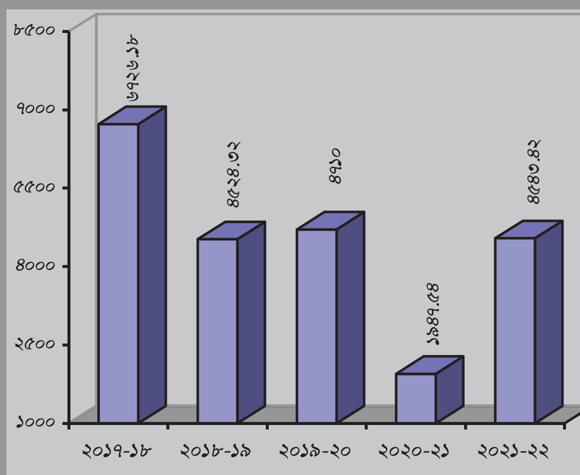

চিত্র-১২ ঋণ আদায় (কোটি টাকা)

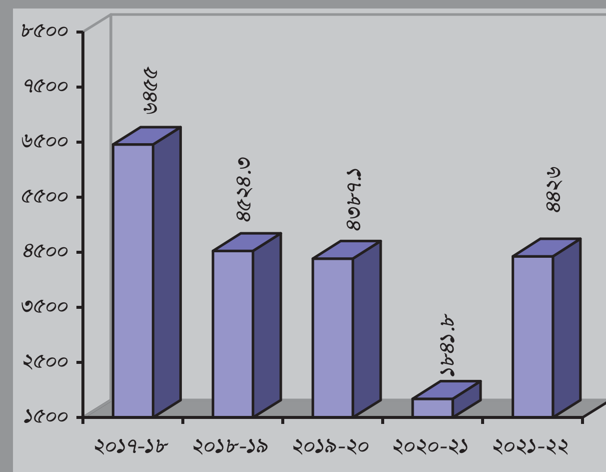

২.৯ ঋণ আদায়: জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৪৪২৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা (চিত্র-১২)। ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় ঋণ আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-১৩ অডিট ফি (লক্ষ টাকা)

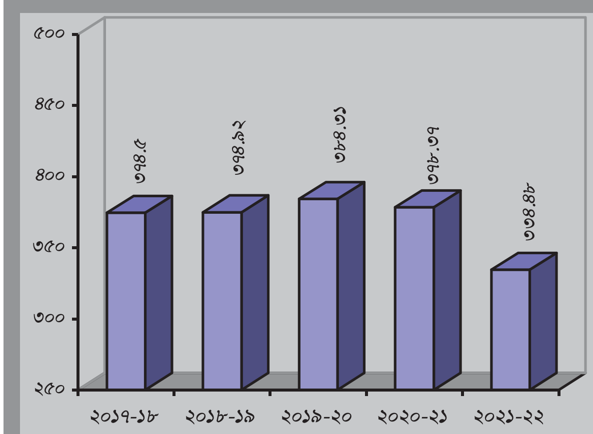

চিত্র-১৪ লভ্যাংশ বিতরণ (লক্ষ টাকা)

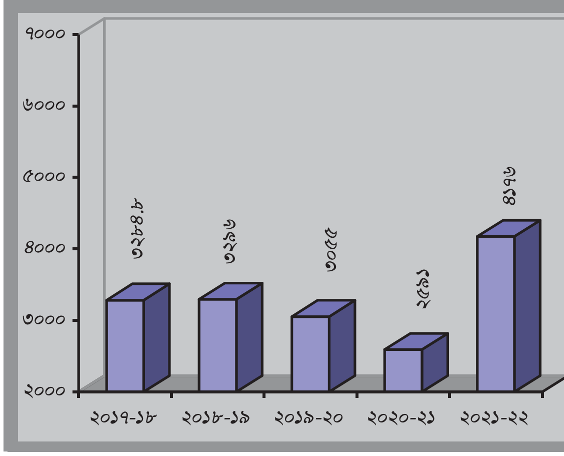

২.১০ অডিট ফি আদায়: সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি রাজস্ব আদায়ের একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে সংযোজন করা হল। উক্ত চিত্রে দেখা যায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে অডিট ফি আদায়ের পরিমাণ ৩৩৪.৪৮ লক্ষ টাকা (চিত্র-১৩)।

২.১১ লভ্যাংশ বিতরণ: করোনা মহামারি জনিত অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতি তার শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে ৪১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে (চিত্র-১৪)।

৩য় অধ্যায়

জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৯ এর তথ্য ও চিত্র

৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হয়। সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি ক্যাটাগরিতে সমবায় সমিতি/সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র বিতরণ করা হয়। নিম্নে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২০ প্রাপ্তির তালিকা দেখানো হলো:

ক্র.নং.	শ্রেণি	সমবায় সমিতি/সমবায়ী
১	কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়	দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. গ্রাম: কাশিনাথপুর, উপজেলা: আদর্শ সদর, জেলা-কুমিল্লা
২	সঞ্চয় ও ঋণদান ক্রেডিট সমবায়	দি বুড্ডিষ্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি. গ্রাম: কদলপুর, উপজেলা-রাউজান, জেলা-চট্টগ্রাম
৩	দুগ্ধ সমবায়	পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি. গ্রাম: পোতাজিয়া, উপজেলা-শাহজাদপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ
৪	মহিলা সমবায়	বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি. গ্রাম: নুরেরচালা, বনানী, বাড্ডা, ঢাকা
৫	বহুমুখী সমবায়	জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. গ্রাম: থুকড়া, উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা
৬	মৎস্যজীবী সমবায়	মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. গ্রাম: মনাটেক, উপজেলা-মহালছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি
৭	মুক্তিযোদ্ধা সমবায়	মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সমবায় সমিতি লি. সেকশন-১, মিরপুর বিশিল বাণিজ্যিক প্লট-৯, ঢাকা
৮	বিত্তহীন/ভূমিহীন সমবায়	কাজিয়াকান্দা ভূমিহীন সমবায় সমিতি লি. গ্রাম: কাজিয়াকান্দা, উপজেলা- ফুলপুর, জেলা-ময়মনসিংহ
৯	যুব,বিশেষ শ্রেণি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়	মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি. গ্রাম: মঠবাড়ি, উপজেলা-কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর
১০	কর্মকর্তা/কর্মচারি পরিবহন শ্রমিক কর্মচারিসমবায়	বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজকো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. (চক্রেসো) বাংলাদেশ ব্যাংক (পুরাতন ভবন) কোর্ট রোড, কতোয়ালী, চট্টগ্রাম

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ এর শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ী নির্বাচনে মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত সভা

জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২০ প্রাপ্ত সমবায় সমিতি ও সমবায়ী

১। শ্রেণিঃ কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.

গ্রাম: কাশিনাথপুর, উপজেলা: আদর্শ সদর, জেলা-কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদও উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের কাশিনাথপুর এবং বলরামপুর গ্রাম দু'টির মধ্যে কর্ম ও সদস্য এলাকা সীমাবদ্ধ রেখে দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সমিতি চাষাবাদ, মৎস্য চাষ, হাসঁ-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা কার্যক্রম, দোকান, কমিউনিটি সেন্টার, ব্রিকফিল্ড, সার ও কীটনাশক ব্যাবসা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সমিতির পরিচালিত দোকান, কমিউনিটি সেন্টার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থাপিত গভীর নলকূপ এবং স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিটি তার সদস্যসহ এলাকার সাধারণ জনগণকে কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জন শক্তিতে রূপান্তরসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে অবদান রেখে আসছে। সমিতির সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় ক্যাটাগরিতে 'দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.'কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হল।

২। শ্রেণি: সঞ্চয় ও ঋণদান ক্রেডিট সমবায়

দি বুড্ডিষ্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

গ্রাম: কদলপুর, উপজেলা-রাউজান, জেলা-চট্টগ্রাম

ভদন্ত শাসন রক্ষিত ভিক্ষু চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার একজন আদর্শ সমবায়ী। সমবায় আদর্শ ও নীতি অনুসরণে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তার নেতৃত্বে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে সমিতির কার্যক্রম ও মূলধন বৃদ্ধিতে ইতোমধ্যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তার প্রচেষ্টায় সমিতির হাঁস-মুরগি, পশুপালন, ডেইরিফার্ম, মৎস্যচাষ, মাশরুমচাষ, বনায়ন, কেঁচো জৈবসার, কুটিরশিল্প ও ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,০০০জন লোকের পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে কেঁচো জৈবসার প্রকল্প, ৬ হাজারের অধিক নানা জাতের ফলজ,ঔষধি,বনজ চারা রোপণ, ১,৫০০টি তাল বীজ রোপণ, সদস্যদের মাঝে ৭০০ উন্নত

হাইব্রিড নারকেল চারা বিতরণ, জমি ক্রয় করে হাউজিং স্কীম প্রকল্প চালু, পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে দি বুডিডস্ট ট্যুরিজম প্রকল্প চালু, ধম্মা স্কুল প্রকল্প, কমিউনিটি ক্লিনিক, গ্রামীণ মহিলাদের হস্ত ও কুটির শিল্পে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। অধিকন্তু তারউদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় সারা বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৮টি ক্রেডিট সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিরকর্ম এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পগ্রহণ ও বাস্তবায়নে তার উল্লেখযোগ্য অবদান এর জন্য ভদন্ত শাসন রক্ষিত ভিক্ষুকে এ বছর সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় ক্যাটাগরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হল।

৩। শ্রেণিঃ দুগ্ধ সমবায়
পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি.।
গ্রামঃ পোতাজিয়া, উপজেলা-শাহজাদপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামে স্থানীয় দুধের চাহিদা মেটাতে সদস্যদেরকে দুধ উৎপাদনে উৎসাহিত করে ১৯৭৩ সালে পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ২৯৫ সদস্যের সমিতিটি বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. এর সদস্যপদ গ্রহণ করে উৎপাদিত দুধ সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ি কারখানায় সরবরাহ করছে। গাভী প্রজননে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনায় ব্যাপক সাহায্য করে উন্নত জাতের গরু প্রজননসহ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তরল দুগ্ধ এবং উন্নত জাতের গাভী পালনের কলাকৌশলে সভ্যদেরকে স্বাবলম্বী করা, পোতাজিয়া গ্রামের রাস্তাঘাট, নর্দমা, মজাপুকুর প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা,সদস্যদেরউৎপাদিতদুধের মান নিয়ন্ত্রণ করে তা যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রভৃতির মাধ্যমে সমিতিটি এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। সমিতির সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর দুগ্ধসমবায়ক্যাটাগরিতে পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি.কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হল।

৪। শ্রেণিঃ মহিলা সমবায়
বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি.
গ্রামঃ নুরের চালা, বনানী, বাড্ডা, ঢাকা

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি. একটি সফল মহিলা সমবায় সমিতি। এর কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা। এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬১,০২০ জন। সমিতিটি স্বল্প মুনাফায়

ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এর সদস্যদের জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। অনেক সদস্য গণ ঋণ নিয়ে তাদের পরিবার পরিজনদের অধিক আয়ের জন্য বিদেশে পাঠিয়েছেন যারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও এলাকার জন সাধারণের মধ্যে ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ, ইপিআই প্রোগ্রাম, মরণোত্তর সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী/নমিনীদের কেন গদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। হাউজিং প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যদের স্থায়ীভাবে বাসস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের অবহেলিত অসহায়নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি.কে এ বছর মহিলা সমবায় ক্যাটা গরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হলো।

৫। শ্রেণিঃ বহুমুখী সমবায়

জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.

গ্রামঃ থুকড়া, উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা।

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. একটি আদর্শ এবং অনুসরণীয় সমিতি হিসেবে ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য ১৫৬জন। সমিতির কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৭৪ কোটি টাকা। সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে মৎস্যখামার, কৃষি খামার, নিজস্ব ০২ একর জমিতে বৃক্ষ রোপণ ও নার্সারি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সমিতিটি খুলনা জেলায় বসুন্ধরা টিস্যু, সিটি গ্রুপ এবং প্যারাগন ফিস ফিডের ডিলারশিপ গ্রহণ করে সফল ভাবে ব্যাবসা করছে। সমিতির সদস্যদের জীবন যাত্রার মানউন্নয়নে গৃহীত জি কে ট্রেডার্স, জনতা ফিসারিজ প্রকল্প, কনজুমার্স সাপ্লাই, জনতা ফ্যাশানস লি. (গার্মেন্টস), মেসার্স জনতা ফুয়েল, জনতা পিকনিক কর্ণার, জনতা ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটার প্রভৃতি প্রকল্প লাভজনক হয়েছে। কোমলমতি শিশুদের আধুনিক মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জনতা প্রি ক্যাডেট স্কুল। সমিতির এ সকলউন্নয়নপ্রকল্পসদস্যদেরআর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. কে এ বছর বহুমুখী সমবায় ক্যাটাগরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হল।

৬। শ্রেণিঃ মৎস্যজীবী সমবায়

মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.
গ্রাম: মনাটেক, উপজেলা-মহালছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহাল ছড়ি উপজেলা হতে চেঙ্গী নদী পেরিয়ে পূর্ব দিকে প্রায় ৫০০ একর আয়তনের মনাটেক যাদুগানালা বিল। মনাটেক ও যাদুগানালা গ্রামের ১৪৩টি পরিবারের মালিকানায় থাকা মনাটেক যাদুগানালা বিলের জলে ভাসা/জলে ডুবা জমিসহ কাপ্তাইলেক-এর বিশাল একটি অংশে সরকারি অনুদানে ক্রিক বাঁধের মাধ্যমে পানি আটকিয়ে মাছের পোনা উৎপাদন, পরিচর্যা ও বিপণনের মাধ্যমে সারা বছর মাছ বিক্রয় করা হয়। সমিতির সদস্য ও স্থানীয় সেচ্ছসেবী সংগঠনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য বাঁধের রাস্তার পাশে ফুলের বাগান ও বৃক্ষরোপন করা হয়েছে যা পর্যটক সমাগমে ভূমিকা রাখছে। সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে এলাকার রাস্তা ঘাট সংস্কার করা হয়ে থাকে। মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আমিষের চাহিদা পূরণ, সদস্য ও এলাকাবাসীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ মনাটেক যাদুগানালা মৎস্য চাষ বহুমূখী সমবায় সমিতি লি.কে এ বছর মৎস্য সমবায় ক্যাটাগরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হল।

৭। শ্রেণিঃ মুক্তিযোদ্ধা সমবায়

মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সমবায় সমিতি লি.
সেকশন-১, মিরপুর বিশিল বাণিজ্যিক প্লট-৯, ঢাকা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আগাঁখাঁন মিন্টু (সংসদ সদস্য) একজন দক্ষ সমবায়ী ও সমাজ সেবক। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে একজন সক্রিয় কর্মী। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশ গঠনে, দেশের দরিদ্র, হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন সুদীর্ঘকাল। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ভাগ্য উন্নয়নে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গঠন করেন। বর্তমানে সমিতির সদস্য ৩৩জন। সমিতির কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ প্রায় ০৫ কোটি টাকা। তার নেতৃত্বে মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পূনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. একটি প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান করেন। দেশের বিদ্যমান সমবায় আইন বিধি অনুযায়ী সমবায় সমিতি পরিচালনায় তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য এ বছর মুক্তিযোদ্ধা সমবায় ক্যাটাগরিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আগাঁখাঁন মিন্টু (সংসদ সদস্য) কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হল।

৮। শ্রেণিঃ বিত্তহীন/ভূমিহীন সমবায়

কাজিয়াকান্দা ভূমিহীন সমবায় সমিতি লি.
গ্রাম: কাজিয়াকান্দা, উপজেলা- ফুলপুর, জেলা-ময়মনসিংহ।

কোনরূপ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ সহায়তা ছাড়া ২২৪ জন সদস্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে কাজিয়াকান্দা ভূমিহীন সমবায় সমিতি লি.। সমিতির কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। সমিতির নিজস্ব আয় থেকে শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ০২ টি স্কুলে মোট ১৫৫ জন শিশুকে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। দরিদ্র সদস্যদেরকে চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রদানসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সদস্যদের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বাল্য বিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথারোধ প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। সমিতির সদস্য গণকৃষি, হাঁস-মুরগী, গবাদী পশু পালন, মৎস্যচাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ ভাবেলাভবানহচ্ছে। নিজস্ব নার্সারী প্রকল্প, ডেকোরেশন প্রকল্প, জমি চাষে ট্রাক্টর প্রকল্প, হাঁস-মুরগী পালন প্রকল্প ও গবাদি পশু প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমিতির সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায় ক্যাটাগরিতে 'কাজিয়াকান্দা ভূমিহীন সমবায় সমিতি লি.'কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হলো।

৯। শ্রেণিঃ যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি.
গ্রাম: মঠবাড়ি, উপজেলা-কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর।

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় বসবাসরত মঠবাড়ী ধর্ম পল্লীর সকল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি. এ রকর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য ১৯৭৭ জন এবং সমিতির কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১০৯ কোটি টাকা। সমিতির জমির পরিমাণ ২০৬২.০৭৫ শতাংশ। সমিতির চারতলা বিশিষ্ট নিজস্ব ভবন রয়েছে। সমিতির নিজস্ব হাসপাতাল, স্কুল ও রিসোর্ট নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে। সমিতির লাভজনক বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সমবায় বাজার, ট্রেনিং সেন্টার, জীম এন্ড ফিটনেস সেন্টার, বিউটি পার্লার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং বেকারি এন্ড পেস্ট্রি শপ। মৎস্য প্রকল্পের আওতায় সমিতি তার নিজস্ব জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষ করছে। নিজস্ব পরিবহণ প্রকল্পে রয়েছে দুইটি সর্বাধুনিক মাইক্রোবাস ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন একটি এম্বুলেন্স। যা এলাকার সর্বসাধারণকে সার্বক্ষণিক

সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সমিতির সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায় ক্যাটাগরিতে মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতিলি. কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হল।

১০। শ্রেণিঃ কর্মকর্তা/কর্মচারি, পরিবহন শ্রমিক, কর্মচারি সমবায়
বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিলি. (চক্রেসো)।
বাংলাদেশ ব্যাংক (পুরাতন ভবন) কোর্ট রোড, কতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চট্টগ্রাম শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. (চক্রেসো) জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রামকর্তৃক বিগত ২৫/০১/১৯৫৩তারিখেনিবন্ধন লাভ করেন। সমিতির বর্তমান সদস্য ৩২৩০ জন।সমিতির সদস্যদের আবাসন সমস্যা ও পরিবহন সমস্যা সমাধান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি সমিতির মূল লক্ষ্য। সমিতি নিজস্ব মূলধন হতে ঋণ বিতরণ, সমিতির অর্থায়নে জমি ক্রয় করে সদস্যদের মাঝে প্লট বরাদ্দ, সদস্যদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ৮টি বাস ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয়, ক্যান্টিন পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও গ্রাহক সেবা দ্রুত করার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতিটি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সমিতির সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর কর্মকর্তা/কর্মচারি, পরিবহন শ্রমিক কর্মচারি সমবায় ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. (চক্রেসো)কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হলো।

৪র্থ অধ্যায়
সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

শত বছরের প্রাচীন ও পরীক্ষিত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সমবায় । কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। কালক্রমে এই আন্দোলনের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ব্যক্তিখাত ও বাজার অর্থনীতির শোষণমূলক আগ্রাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করে ক্ষুদ্র ও কমিউনিটি উদ্যোগের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সমবায় একটি অফুরন্ত সম্ভাবনাময় খাত। এটা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের যে সব সমস্যা সনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণের অপ্রতুলতা, সেজন্য সমবায় সমিতিগুলোর অভ্যন্তরে আশানুরূপ গতিশীল নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়নি। সমবায় সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব এর অন্যতম কারণ। সুতরাং সমবায় সংগঠনগুলিকে নিয়মিত উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে পারলে প্রতিষ্ঠানগুলি সুশৃঙ্খল, লাভজনক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা যায়। আর এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহ।

৪.১ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে অর্থনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসা। সমবায় কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলতে হলে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (ওএঅ) প্রশিক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ২ মাস মেয়াদি পেশাগত প্রশিক্ষণ, নন-গেজেটেড কর্মচারীদের জন্য ২মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ, ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেসার্স, নিরীক্ষক কর্মকর্তাদের জন্য নিরীক্ষা ম্যানুয়েল প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য হিসাব সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ, সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রশিক্ষণ ছাড়াও কিছু কিছু আয়-বর্ধক প্রশিক্ষণও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

প্রতি অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক-মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণত্তোর মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি কিছু ব্যবহারিক বিষয়ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত থাকে। এছাড়া প্রশিক্ষার্থীদের সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমবায়

একাডেমিতে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। যেহেতু একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ আবাসিক সেজন্য প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য দু'টি তিন তলাবিশিষ্ট হোস্টেল ভবন রয়েছে যেখানে প্রায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসনের সুযোগ আছে। একাডেমিতে রয়েছে ১০,০০০ এর বেশী পুস্তক-সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন রকমের বই আছে যেগুলোর মধ্যে একাডেমিক বই ছাড়াও সমসাময়িক সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় এমন বইও আছে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও সার্টিফিকেট প্রদান

সারণী-১

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের খাতওয়ারী প্রশিক্ষণ অগ্রগতি:-

অর্থায়নের ধরন	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি				প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	
	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী			কর্মকর্তা/ কর্মচারী	সমবায়ী
				পুরুষ	মহিলা	মোট		
রাজস্ব বাজেট	১১৫	২৮৭৫	৯৫	১৬৮৯	৬৮৪	২৩৭৩	৮৭৩	১৫০০
সমবায় উন্নয়ন তহবিল	৩১	৭৭৫	৪২	৬১০	৪৪০	১০৫০	-	১০৫০
প্রকল্পভূক্ত কোর্স	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	**১৪৬**	**৩৬৫০**	**১৩৭**	**২২৯৯**	**১১২৪**	**৩৪২৩**	**৮৭৩**	**২৫৫০**

সারণী-২

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের কোর্স ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অগ্রগতির বিবরণী

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী			
			লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম/২য় শ্রেণি)	১	৭৫	২৩	২	২৫
২	Advance Computer application Cours (DA/ICS).	৭	১৭৫	১৬৩	১২	১৭৫
৩	Advance Course on Computer Info. Technology & e-filling (1st class).	১	১০০	২০	৫	২৫

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী			
			লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট
৪	Introduction to Computer Management & office application.	৪	১০০	৮০	২০	১০০
৫	সমবায় অডিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম/২য়/৩য় শ্রেণি)	৪	১২৫	৪২	৮	৫০
৬	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	২	৫০	৩৭	১৩	৫০
৭	Office Management & Development	৪	১০০	৮৪	১৬	১০০
৮	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম/২য় শ্রেণি)	৭	২২৫	১৯৮	২৮	২২৬
৯	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	৫	১২৫	১০৭	১৫	১২২
১০	আইজিএ প্রশিক্ষণ (Income Generating Activities)	৬০	১৮২৫	৮০০	৭১৫	১৫১৫
১১	সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১৭	২৭৫	৩৬৮	৫৭	৪২৫
১২	সমবায় হিসাব ও নিরীক্ষা প্রশিক্ষণ	১৪	২৭৫	২৯৭	৫৩	৩৫০
১৩	সমবায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১১	২০০	৮০	১৮০	২৬০
	মোট	**১৩৭**	**৩৬৫০**	**২২৯৯**	**১১২৪**	**৩৪২৩**

৪.২ আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট

সমবায়ীদের সংখ্যাধিক্য এবং প্রশিক্ষণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ), ফেনী, নওগাঁ, কুষ্টিয়াতে ১ টি করে মোট চারটি এবং ১৯৬৪-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, রংপুর, খুলনায় আরও চারটি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন ক্রমে বরিশাল এবং নরসিংদীতে একটি করে আঞ্চলিক আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে সবগুলো আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে সমবায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

বরিশাল আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে সমিতির হিসাব ও নিরীক্ষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে জনাব মো: সোহেল মারুফ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, বরিশাল

বরিশাল আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটে সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে জনাব মো: মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, অতি.নিবন্ধক,(অ.দা.) (ইপিপি)সমবায়অধিদপ্তর, ঢাকা

আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে সমবায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহে ২০২১-২২ প্রশিক্ষণ বর্ষে মোট ৪৪৬টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সসমূহে সর্বমোট ১২,৫১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সারণী-৩

আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহের ২০২১-২২ অর্থ বছরে খাতওয়ারী প্রশিক্ষণ অগ্রগতি:

অর্থায়নের ধরন কর্মচারি	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি				প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	
	কোর্স সমবায়ী	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী			কর্মকর্তা/	
				পুরুষ	মহিলা	মোট		
রাজস্ব বাজেট	২৭৪	৬৮৫০	২৩৮	৩৩৩০	২৬১৮	৫৯৪৮	১১২৩	৪৮২৫
সমবায় উন্নয়ন তহবিল	১০৫	২৬২৫	৯৯	১৮৮৭	৫৮৪	২৪৭১	৫৪৬	১৯২৫
প্রকল্পভূক্ত কোর্স	**-**	**-**	**১২৯**	**৩০৯১**	**১০০২**	**৪০৯৩**	**-**	**৪০৯৩**

সারণী-৪

আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরে কোর্স ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অগ্রগতি:

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী			
			লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	সমবায় অডিটিং প্রশিক্ষণ (২য়/৩য় শ্রেণি)	১১	৩২৫	২২৭	৪৮	২৭৫
২	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (২য়/৩য় শ্রেণি)	৭	২০০	১৩৬	৩৭	১৭৩
৩	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা (২য়/৩য় শ্রেণি)	২৫	৫০০	৫১৩	১১১	৬২৪
৪	বেসিক কম্পিউটার (২য়/৩য় শ্রেণি)	৩	১৭৫	৪৯	২৫	৭৪
৫	কম্পিউটার/আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন	৮	২০০	১৬৩	৩৫	১৯৮
৬	স্টাফ উন্নয়ন কোর্স	১৩	৫০০	২৮৫	৪০	৩২৫
৭	আইজিএ প্রশিক্ষণ	১৬০	৪৬২৫	১৬২৯	২৩৭১	৪০০০
৮	সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৬২	১৪৫০	১২৬৮	২৮২	১৫৫০
৯	সমবায় হিসাব ও নিরীক্ষা প্রশিক্ষণ	৪৩	১২২৫	৮৯৭	১৭৮	১০৭৫
১০	সমবায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫	২৭৫	৫০	৭৫	১২৫
১১	প্রকল্পভূক্ত কোর্স	১২৯	-	৩০৯১	১০০২	৪০৯৩
	মোট	৪৬৬	৯৪৭৫	৮৩০৮	৪২০৪	১২৫১২

সমবায় সমিতিগুলোর সুষ্ঠু গঠন ও পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা ও সচেতনতা, কারিগরী জ্ঞান, বস্তুগত উপকরণ ও চাহিদা উপযোগী অবকাঠামো প্রয়োজন সেজন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সকল গুরুত্ব উপলব্ধি করে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২০-২১২০ অর্থ বছরে ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে মধ্যে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট মুক্তাগাছায় আয়োজিত ৩১টি বিভিন্ন কোর্সে ৭৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ফরিদপুরে আয়োজিত ৩৩টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৮২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী। একইভাবে ফেনীতে আয়োজিত ৩৮টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৯৫০ জন, মৌলভীবাজারে আয়োজিত ৩৩টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৮১৯ জন, নওগাঁতে আয়োজিত ৩১টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৭৭৫ জন, রংপুরে আয়োজিত ৩১টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৭৭৫ জন, কুষ্টিয়ায় আয়োজিত ৩১টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৭৭৫ জন, খুলনায় আয়োজিত ৩৩টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৮২৫ জন, বরিশালে আয়োজিত ৩৫টি বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৮৭৫ জন এবং

আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নরসিংদীতে আয়োজিত ৪১টি বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ১০২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী। নিম্নে সারণী-৫ এর মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট সমূহের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি দেখানো হলো:

সারণী-৫

আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট সমূহের ইন্সটিটিউট ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অগ্রগতি (২০২১-২২)

ক্র. নং	ইন্সটিটিউটের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা				অর্জনের হার
			লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট	
০১	আঞ্চলিক সম বায় প্রশি ক্ষণ ইন্সটিটিউট, মুক্তাগাছা।	৩১	৯২৫	৪৭৭	২৯৮	৭৭৫	৮৪
০২	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর।	৩৩	৯২৫	৪৯৮	৩২৭	৮২৫	৮৯
০৩	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ফেনী।	৩৮	৯২৫	৫৯৭	৩৫৩	৯৫০	১০৩
০৪	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, মৌলভীবাজার।	৩৩	৯২৫	৪৯৮	৩২১	৮১৯	৮৯
০৫	আঞ্চলিক সমবায় প্র.শিক্ষণ ইন্সটিটিউট, নওগাঁ।	৩১	৯২৫	৪৯১	২৮৪	৭৭৫	৮৪
০৬	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রংপুর।	৩১	৯২৫	৪৬৭	৩০৮	৭৭৫	৮৪
০৭	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া।	৩১	১০০০	৫৪০	২৩৫	৭৭৫	৮৪
০৮	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, খুলনা।	৩৩	১০০০	৫০৮	৩১৭	৮২৫	৮৩
০৯	আঞ্চলিক সমবা য় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট,বরিশাল।	৩৫	৯২৫	৪৯৮	৩৭৭	৮৭৫	৯৫
১০	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, নরসিংদী।	৪১	১০০০	৬৪৩	৩৮২	১০২৫	১০৩
মোট		**৩৩৭**	**৯৪৭৫**	**৫২১৭**	**৩২০২**	**৮৪১৯**	**৮৯**

৪.৩ ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায়ে ইন্সটিটিউট পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চাহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচির আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র

২০২১-২২ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরুপঃ

সারণী-৬

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা				
		লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট	অর্জনের হার
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	২৭৩৩	৫২০০০	৪৬৩৮০	২১৯২৫	৬৮৩০৫	১৩২%
আইজিএ প্রশিক্ষণ	২২০	৬৪৫০	২৪২৯	৩০৭১	৫৫০০	৮৬%
মোট	২৯৫৩	৫৮৪৫০	৪৮৮০৯	২৪৯৯৬	৭৩৮০৫	

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ জনিত কারণে কেউ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন নাই।

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ: বর্তমান অর্থবছরে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ে ০৮টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে ৩২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ: ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ে, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, বিভাগীয় সমবায় দপ্তরসমূহে এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহে ১৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৬৭২ জন।

সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের খন্ডচিত্র

১৭.০৭.২০২২ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে নেপালের সমবায় প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: আহসান কবীর।

আইজিএ (ব্লক-বাটিক) প্রশিক্ষণ

আইজিএ (ক্রিস্টাল দিয়ে সো পিস তৈরী) প্রশিক্ষণ কোর্স, জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন, যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল।

নরসিংদী সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটে আইজিএ বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ ।

৫ম অধ্যায়

সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প

৫.১ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ

৫.১.১. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ শীর্ষক প্রকল্প :

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক খুলনা বিভাগাধীন যশোর ও মেহেরপুর জেলায় বাস্তবায়িত 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯.৮০ কোটি টাকা। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে প্রোটিন চাহিদা যোগান দেয়া। প্রকল্পের মোট সুবিধাভোগী ৪,২০০ জন। আগামী ৩০ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকার উক্ত ৪২০০ জন সুফলভোগীর প্রতি ১০০ জনের সমন্বয়ে মোট ৪২টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন, গোরু পালনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রতি সুফলভোগীকে একটি সংকর জাতের বকনা বাছুর অথবা দুটি সংকর/দেশি ষাঁড় বাছুর ক্রয়ের লক্ষ্যে ৮০ হাজার টাকা ও গো-খাদ্য বাবদ ২৫ হাজার টাকাসহ মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে প্রকল্পের ঋণের চেক প্রদান করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

প্রকল্পের সুফলভোগীদের ৪ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান

এ প্রকল্পের আওতায় ০২টি জেলার ০২টি উপজেলায় ৪২০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩০টি সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক ২৯৫০ জন সুবিধাভোগীকে গাভীপালন ও সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে প্রকল্পের ঋণের চেক প্রদান করছেন মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান

প্রকল্পে উপকারভোগীর ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত গাভী পরিদর্শন করছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৯৪০ জন সুবিধাভোগীকে একটি সংকর জাতের বকনা বাছুর অথবা দুটি সংকর/দেশি ষাঁড় বাছুর ক্রয়ের লক্ষ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা একাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পভূক্ত অন্যান্য সমিতিতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ঋণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

৫.১.২ বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা শীর্ষক পাইলট প্রকল্প

জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** সমবায় দর্শন অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রূপান্তরের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক **'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট শীর্ষক'** প্রকল্পটি দেশের ৭টি বিভাগের ৯টি উপজেলার ১০টি গ্রামের ৫০০০ জন উপকারভোগীকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করার লক্ষ্যে ৪৯৯৩.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস

প্রকল্পের উদ্দেশ্য যৌথ উদ্যোগে পল্লীর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ১০টি গ্রামে কৃষিখাতে ২৫% উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলনে প্রত্যক্ষভাবে ৫০০০ জনগণকে সম্পৃক্ত করা, প্রয়োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে ১০ টি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করা, উপজেলা পর্যায়ে সরকারের ১৭ টি দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রাম পর্যায়ে প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মির্জা আজম, এমপি

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন প্রকল্পের সিনিয়র কনসালটেন্ট জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

প্রকল্পটির অনুকুলে এডিপিতে ৩৪৮৪.০০ লক্ষ (রাজস্ব বাবদ ১৯৫২.০০ লক্ষ ও মূলধন বাবদ ১৫৩২,০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ১ম কিস্তি বাবদ ৮০৫.৫৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের ব্যয় হয়েছে ৫.৩১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দ অর্থের ০.৬৬%।

প্রকল্পের অগ্রগতি

(১) সমিতি গঠন: ১০টি গ্রামে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে।

(২) সদস্য সংখ্যা: সমবায় সমিতি সমূহের মোট ৩২৫৫ জন উপকারভোগীকে সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(৩) অংশীজন অবহিতকরণ সভা: প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ১০টি উপজেলার অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) প্রশিক্ষণ প্রদান: প্রকল্পের ৩০৬০ জন উপকারভোগীদেরকে উপজেলা প্রশাসন, ভূমি কমিশনার, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, কৃষি, মৎস্য, যুব, মহিলা বিষয়ক, সমাজসেবা, প্রাণিসম্পদ, উপজেলা প্রকৌশলী, বন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ওপরিবার পরিকল্পনা এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাঁদের কার্যক্রমের বিষয়ে একদিনের ৫১টি উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৬০০ জন উপকারভোগীকে কৃষি, মৎস্য ও গাভীপালন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে ৩দিন মেয়াদি ৪০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ঋণ বিতরণ: চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আবর্তক ঋণ তহবিল পরিচালন নির্দেশিকার আলোকে ৫৯১ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক (গাভী পালন, পোল্ট্রি, মৎস্য চাষ, কৃষি কাজ, সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বেকারি, সেলাই কাজ ইত্যাদি) খাতে ৩.১৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(৬) কমিউনিটি ভবন নির্মাণ: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গ্রামসমূহে ১৫ শতক জায়গা দেয়ার ব্যাপারে সমিতির সদস্যগণ উদ্যোগী হয়ে এ পর্যন্ত ৮টি গ্রামে জমি সমিতির অনুকূলে গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। উক্ত জমিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.২ অন্যান্য প্রকল্প

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের সাথেও সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা রয়েছে। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত থেকে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

৫.২.১ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। সমাজের আশ্রয়হীন, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, আত্ম-কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই **'আশ্রয়ণ প্রকল্প'** গ্রহণ করা হয়। বিগত ৩০ জুন ২০০২ সালে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে আবাসন প্রকল্প নামে আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে মে,২০০৯ সালে এর নাম পরিবর্তন করে **'আশ্রয়ণ প্রকল্প ফেইজ-২'** নামকরণ করা হয়। ২০১৩ সালে **'আশ্রয়ণ-২'** নামক আরো একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি গ্রামের মাধ্যমে ৪৭২১০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ (ছয়শত আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি গ্রামের মাধ্যমে ৫৮৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১০, জুন ২০২২ (সংশোধিত) মেয়াদে ২.৫০ লক্ষ ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আশ্রয়ণ২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৯৩২.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯২,৩৩৬টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। (তন্মধ্যে ৪৮,৩২৫টি ভূমিহীন পরিবার ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে, ভিক্ষুক পুনর্বাসনসহ 'নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির'

আওতায় ১৪৩,৭৭৭টি পরিবারকে তাঁদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য ২৩৪টি টং ঘর ও বিশেষ ডিজাইনের ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। সারা দেশে জুন/২২ পযর্ন্ত ১৫০৮টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে, সদস্য সংখ্যা ১,৫৭,৭৪৪ জন, শেয়ার মূলধন ১২২.৩৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫৮০.৬৯ লক্ষ টাকা।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ব্যারাক

আশ্রয়ণ শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কতৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও তার নিবন্ধন করে, যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ ঋণ আদায় করে থাকেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ০৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং তাদের স্বাস্'্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের হস্তশিল্প কার্যক্রম

আশ্রয়ণ প্রকল্পের তাঁতশিল্প কার্যক্রম

আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ হাজার পুনর্বাসিত পরিবারের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০ কোটি টাকা সংস'ান রয়েছে। ঋণ আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ করে সমবায় অধিদপ্তর মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রমের শুরু হতে সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধান করছেন। সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুনর্বাসিতদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালনসহ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের বাৎসরিক লেনদেনের হিসাব নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা করে আসছেন। সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এ নিরীক্ষা কাজটি নিয়মিত করে আসছেন বিধায় প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের হিসাব হালনাগাদ রয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ

বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ণ ফেইজ-২	আশ্রয়ণ-২	মোট
প্রকল্প সংখ্যা (টি)	২৯৩	৭২২	২৭৯	১২৯৪
ব্যারাক সংখ্যা (টি)	১৯২৬	৫৭০৯	৪৫৪২	১২১৭৭
উপকারভোগীর সংখ্যা (জন)	১৯১২২	৫৫৫৬০	২৪৩৬০	৯৯০৪২
ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৪১৪৬.৪৬	৬৫৯৪.৬৭	১৯০১.০৫	১২৬৪২.১৭
ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	৩১২৬.৭৯	৪৬৫৫.২৪	৮৮২.৮২	৮৬৬৪.৮৫
সার্ভিস চার্জ আদায় (ক্রমপুঞ্জিত) (লক্ষ টাকা)	২৫৩.৯৫	৩৭০.৬১	৬৬.১৪	৬৯০.৭০
মোট আদায় সার্ভিস চার্জ সহ (লক্ষ টাকা)	৩৩৮০.৭৪	৫০২৫.৮৫	৯৪৮.৯৬	৯৩৫৫.৫৫

৫.৩.২ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের অডিট, নির্বাচনসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ কার্যাবলি নিয়মিত পরিচালনা করে থাকে। জুন'২২ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪২৫টি (কেন্দ্রীয় সমিতি ৮টি, প্রাথমিক ৩৭টি, এলজিইডির অন্তর্ভূক্ত ১২৪০টি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্ভূক্ত ১৪০টি)।

বরিশালের গৌরনদীর মাদ্দো বেজোহর খাল

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার লাফাদী খালের পলি অপসারণ

৫.৪ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প

দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভূ-সম্পদ ও জলাশয়ের ব্যবহার এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকারের সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক 'ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প' বাস্তবায়ন চলছে। উক্ত প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং টেকসই ভিত্তি (ঝঁংঃধরহধনরষরঃু) এর জন্য প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। এ লক্ষ্যে উভয় দপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে সমবায় অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৪.১ সমবায় সেক্টরে পাবসসের ভূমিকা

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প তথা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। পানি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য অথচ এই কৃষি ও মৎস্য প্রধান দেশে অত্যাবশ্যকীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) একদিকে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের শস্যের নিবিড়তা বাড়িয়ে অধিক উৎপাদন ঘটায় অপরদিকে তাদের আর্থ-সামাজিক সচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

৫.৫ পাবসস ওয়াটার সেল গঠন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশগ্রহণ মূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সমূহকে সফল করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকাকে আহ্বায়ক করে গবেষণা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ৬১ জেলা সমবায় কর্মকর্তা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ৬১ জন পরিদর্শককে অন্তর্ভূক্ত করে কেন্দ্রীয়ভাবে সমবায় অধিদপ্তরে একটি পাবসস 'ওয়াটার সেল' গঠন করা হয়। যার মাধ্যমে সারাদেশের পাবসস সমূহকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াটার সেলে নিযুক্ত পরামর্শকগণের সহযোগিতায় সেলের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে মাঠ পর্যায়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বরিশাল জেলার গৌড়নদী উপজেলার হাসনাবাদ খাল

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কাজীরহাট বেড়িবাঁধ।

প্রকল্পের আওতায় ওয়াটার সেলের মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও পাবসস সমূহকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য লজিস্টিক সার্পোট হিসেবে প্রয়োজনীয় যানবাহন (মটর সাইকেল), কম্পিউটার ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত **১২২**টি মটরসাইকেল, সমবায় অধিদপ্তরের টিএন্ডইভূক্ত করে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে বরাদ্দ প্রদান করেছে।

৫.৬ সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার পরিমাণ ও মূল্য:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের অধীনে সমবায় অধিদপ্তর একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। সমবায়ের মূল কাজ হলো দেশের হত দরিদ্র মানুষকে সমবায়ের পতাকা তলে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়ীগণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্ম-সংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। কোন দেশের জাতীয় আয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বাংলাদেশের জাতীয় আয় এ দেশের অর্থনীতিতে এবং জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রিয় করে যে আয় হয় সেই আয় দেশের অর্থনীতিতে এবং জিডিপিতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০২১-২২ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্যের পরিমাণ ছিল ২৯৩২ কোটি টাকা যা দেশের অর্থনীতিতে এবং জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেখানো হলো-

(১) তরল দুধ : সমিতির সদস্যরা উন্নত জাতের গাভী পালন ও গোরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন করে বিপুল সংখ্যক বেকার মহিলার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন সমবায় সমিতি ৯২৩ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদন করে ৫৪৪ কোটি টাকায় বিক্রয় করেছে । যা দেশের দুধের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থনীতি ও জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(২) মৎস্য উৎপাদন: বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন প্রকারের মাছ চাষ করে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৮৪ লক্ষ কেজি মাছ উৎপাদন করেছে এবং যার বিক্রয়মূল্য ৩১০ কোটি টাকা । বর্তমানে মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এতে দেশের অর্থনীতিতে ও জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(৩) মাংস উৎপাদন: দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রকারের প্রাণি যেমন গোরু ও মুরগীর খামার করে মাংস উৎপাদন করছে । এতে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলতি অর্থবছরে মাংস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬.৪৮ লক্ষ কেজি যার বাজার মূল্য ১২১ কোটি টাকা।

(৪) প্রাণিসম্পদ: সমিতির সদস্যরা উন্নত জাতের গাভী পালন ও গোরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাংস উৎপাদন করে বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। চলতি অর্থবছরে ৮৬০ কোটি টাকার প্রাণিসম্পদ বিক্রি করেছে।

(৫) ফসল উৎপাদন: দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপাদন করে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলতি অর্থবছরে ৩৮০ কোটি টাকার ফসল বিক্রি করেছে।

(৬) দুগ্ধজাত পণ্য: বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি গুড়া দুধ, ঘি, মাখন, আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং,মাঠা, রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করছে। চলতি অর্থবছরে ২২৪ কোটি টাকার দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করেছে।

এছাড়া ও সমবায় সমিতির ক্রিস্টাল সামগ্রী বিভিন্ন প্রকারের ফল, কাঁচা শাক-সবজি ,পোলট্রি শিল্প যেমন মুরগী (দেশীয়), মুরগী (ব্রয়লার) উৎপাদন করছে এবং এগুলো বিক্রয় করে প্রচুর পরিমাণে আয় করছে। এগুলো দেশের অর্থনীতি উন্নয়নে এবং দেশজ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায় যেহেতু উৎপাদিত পণ্যের চলতি বাজার মূল্য হিসেব করে জিডিপি গণনা করা হয়। সেহেতু সমবায় সমিতি সমূহের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী দেশের অর্থনীতি ও জিডিপিতে ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের অর্থনীতির জিডিপিতে যুক্ত হওয়া

৯ টি খাতের মধ্যে গরু ও হাঁস মুরগী পালন, ড্রাগন, স্ট্রবেরি, মাশরুম, আবাসন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আর এই বিষয়গুলো সমবায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। দেশে দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সমিতি সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। ক্রমবর্ধমান মানুষের আমিষের চাহিদা মেটাতে এই সমিতির উৎপাদিত পণ্য জিডিপি বৃদ্ধি করে চলছে। অন্যদিকে সেবা খাতেও সমবায়ের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিভিন্ন সেবা খাতে গঠিত সমবায় সমিতি বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায়ের মাধ্যমে হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুঠির শিল্প, মৃৎশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধ ও মৎস্য খামার ইত্যাদি উৎপাদনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে সমবায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ওজিডিপি'র অংশ হিসেবে সমবায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রভাব অনস্বীকার্য।

সমবায় ভবন